ঐ অট্টালিকা পাতরিয়াঘাটার অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যস্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্ব্বাণার্থ পোলীস যে জলযন্ত্র প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা প্রায় কার্য্যোপযোগী হইতে পারিল না। একটা কাষ্ঠের সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে পরে সেইস্থানহইতে অতিবিস্তারিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বারাণ্ডায় লাগিল। অনেক কাগজ-পত্র ও বহুমূল্য দ্রব্য ও ন্যূনাধিক তিন হাজার পুস্তক দগ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকস্থ প্রকোষ্ঠ রক্ষা পাইয়াছে।

(২০ অক্টোবর ১৮৩২। ৫ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যা (late Editor of the Gyanunweshun)।—কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামক হিন্দু কালেজের এক ছাত্র বিদ্যাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর পূজাতে ও হিন্দুর তাবদ্ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ভ্রংশন হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাঁহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা এবং জাতীয় তাবদ্বন্ধন খণ্ডন করিয়া নূতন গ্রাহ্যোপদেশানুসারে আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যথাসম্ভবানুসারে তাঁহার পিতা মাতা বান্ধবাদি উক্ত তৎ কৃত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তাঁহার কেবল শ্বশুর তাঁহার প্রতি স্নেহদয়াপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছিলেন। গত শীতকালে তাঁহার কএক বান্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচারবিষয়ে নূতন২ গ্রাহ্যোপদিষ্ট ব্যক্তিরদের পরামর্শ না শুনিয়া উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি বিরক্ত তাঁহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বারাণসীতে পঁহুছিলে পর কলিকাতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে দুঃখসূচক পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার মনের আশ্চর্য্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন। তথাপি বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যূনতা ছিল এবং তাঁহার চক্ষুশ্মত্তা এমত ন্যূন হইয়াছিল যে কিছুকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুর প্রতিই দৃষ্টির স্থৈর্য্য রাখিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারো চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়া তাহাকে কোন একপ্রকার বিশেষ ঔষধ সেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্বাস্থ্যের লক্ষণ যেপ্রকার উক্ত বাবু লিখিয়াছিলেন সেইপ্রকার ঐ ঔষধ সেবনের লক্ষণ বটে। কিছুকাল হইল ঐ ধামহইতে উক্ত বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ সময়ে তাঁহাকে ঐ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটীতে আসিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্তু তাঁহার অস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন২ তাঁহার মনের বিকারের আতিশয্যের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়াছিল। এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার আরোগ্যকরণার্থ আহূত ছিলেন কিন্তু তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা আমরা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুনা গিয়াছে যে ঐ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ ঐ

ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুর বাটীহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে তাঁহার মিত্রগণগোচর নহেন। ঐ যুববাবু যে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ঐ রোগের লক্ষণপ্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাক্য-প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাঁহার প্রতি কোন অনুপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে। আমারদের বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহুল্য না থাকিলে তাহা অপ্রকাশ্য থাকাই উচিত। কিন্তু যদি তাবদ্বিষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে ঐ বাবুর প্রতি অন্যায় দৌরাত্ম্যাচরণ থাকে তবে তদ্বিষয় আদালতে তজবীজহওনের যোগ্য। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু সময়ে তিনি অশীতিসহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কাগজপত্র ইত্যাদি তাঁহার পিতার হস্তেই আছে।—ফিলানথ্রপিষ্ট।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

নূতন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে।—তোমারদিগকে পূর্ব্বক্ষণে সাবধান করা যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছো তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কপ্পুরিয়াকে দিবা না যেহেতুক তেঁহ যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহা হইতে ঐ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব দিয়াছেন কিন্তু মোং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপ্তর খানায় নীচের লিখিত নামক ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবা ইতি। উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ডবলিউ এন হেজর। মোক্তার জানব। শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী। কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

৺মদনমোহন সেন।—বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকান্তরগত হওয়াতে বেঙ্ক বাঙ্গালের দেওয়ানী পদশূন্য হইয়াছে যেহেতুক ঐ মান্য সেন মহাশয় কতক কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন।…

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সম্বাদ।—আমরা মহাখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি জনাইনিবাসী বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসন্তরোগোপলক্ষে গত ৩১ বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন।…আমরা নিশ্চয় বোধ করি এ দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাবু সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ আদৌ মহাবংশোদ্ভব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসরমাত্র হইয়াছিল…।—চন্দ্রিকা।

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০)

যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশ্তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্ত…। বাবু হরিহর দত্তের…পিতামহ ৺রামনিধি দত্ত অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত কষ্টম হৌসে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরগত হন. এতদ্ব্যতিরিক্ত উক্ত বাবুর পিতা দেওয়ান তারাচাঁদ দত্তের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর বিষয় আছে এবং আরো জানা আছে যে এইক্ষণকার মাস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্জ মনি সাহেব কএক বৎসরপর্য্যন্ত কোন জামিন না লইয়া ঐ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তাঁহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও বিল থাকিত কিন্তু তৎপূর্ব্বে ও পরে ঐ দেওয়ানী কর্ম্মনিমিত্ত তাবদ্ব্যক্তিরদেরই জামিনস্বরূপ কোম্পানির কাগজ আমানৎ করিতে হইয়াছিল। পুনশ্চ গত বিংশতি বৎসরাবধি ঐ দত্তজ মহাশয় ২বাধে গবর্ণমেন্টের নানা দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে অনেক সম্ভ্রম ও যশোলাভ করিয়াছেন…।

চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কর্ম্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে মাষ্টরি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে ঐ বাবুর কোন অমর্য্যাদা হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইঙ্গলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রথমতঃ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন…। বরং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে তাঁহার সহযোগে আর২ মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যেও কেহ২ এতদ্রূপ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।—কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।

(১৫ই মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।…চন্দ্রিকাকারের [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের] পূর্ব্ববসতি পল্লিগ্রাম সেথপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ৺বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকার কলিকাতা নিবাসী।…

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৭ মাঘ ১২৪০)

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্টোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর সাহেবের সুপারিস চিঠা সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কাষ্টম হাউসে] চাকর হন।… —চন্দ্রিকা।

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশ্তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ

দত্তের আনুকূল্যে সভ্রাতৃক [কৃষ্ণজীবন] চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকৃত হওয়া গেল।

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত লার্কিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর-চার্লস্ ডাইলি সাহেব ঐ অতি প্রধান কর্ম্মে শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকর্ম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কর্ম্ম শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহার খাতির্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহেব তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন তাঁহারদের কর্ম্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রেরদিগকে কর্ম্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং ঐ পরমহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন।…কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২৬ ভাদ্র ১২৪১)

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে তদ্বিষক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। তাঁহার জীবনী লিখিবার যথোপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই কারণে সম্প্রতি শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদানই পাওয়া গিয়াছে।"

এই গ্রন্থের দুই খণ্ডেই ভবানীচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ভবানীচরণ সম্বন্ধে আমি আরও অনেক নূতন তথ্য পাইয়াছি।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ' নামে ৪০ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা* দেখিবার সুবিধা

* ১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে ধর্ম্মসভা তাঁহার একখানি জীবনচরিত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই-সম্পর্কে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ১৮৪৮, ৮ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

"Friday, June 2…The Hurkaru informs us, that the Dhurma Sabha is about to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, Baboo Bhobany Churn Banerjee…We take great shame to ourselves for having neglected distinctly to notice the death of this Native gentleman, one of the ablest men of the age; and we hope to supply this omission when the Memoir is presented to the world."

পুস্তকখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয় তাহা ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে বুঝা যায় :—

"গত বৃহস্পতিবাসরীয় চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,…তাহাতে ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে,…।"

হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই। পুস্তিকাখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় মুদ্রিত তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জ্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগতা হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্তগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিল না সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত সুকৃতি বশত স্বল্পকাল মধ্যে সুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল,...। তিনি উৎসাহ সত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার [মৃত্যু ১২৩০ সালে] সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন।

*　　*　　*　　*

"মান্য মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশবর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন..., জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্নী গর্ব্বে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়।"

পুস্তিকাখানি হইতে ভবানীচরণের "বিষয় কর্ম্মের বিবরণ" ও "কীর্ত্তি বিবরণ" উদ্ধৃত করিবার মত। কিন্তু স্থানাভাবে শুধু 'কীর্ত্তি বিবরণ'টুকুই এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"কথিত পুণ্যাত্মা ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রা যন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোনং ব্যক্তির সংস্থষ্টতায় প্রকাশমানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্ম্মপক্ষিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকালিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয়া হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে অন্যূন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিন্যস্ত হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান্ লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্ম সহগমন নিবারণোদ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদীপত্রে ব্যক্ত

করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জড়িত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখয়ে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্য্য রস রহিতা হইত না, এবং সময়ে তাঁহার বাদ জল্প বিতণ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন। তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে নগরস্থ কুবয়গামি ধনিগণের কুরীতি দুর্নীতি দোষ দর্শিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তম কাব্যরসযুক্ত পদ্যচ্ছন্দে দূতীবিলাসাখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, পরে গয়া গমন সময়ে তথায় যেং স্থানে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবদ্বিবরণযুক্ত গয়াপদ্ধতি নামক পুস্তক ১২৫০ [ইহা ২য় সংস্করণের প্রকাশকাল] সালে রচনা করেন, ঐরূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করত বহুযত্নে তৎক্ষেত্রের বিবরণ... পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা পুস্তক গদ্য পদ্যে রচনা করেন,...এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচনা হইয়াছে। তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মনুসংহিতার দুষ্প্রাপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্দেশে অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূলস্মৃতির প্রচলন ছিল না একারণ ঐ মহাত্মা দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাক্তদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক উনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিতা করিয়া দেশের পরমোপকার করেন, তদনন্তর সটীক শ্রীভগবদ্গীতা ও সটীক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও হাস্যার্ণব নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন। ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ উক্ত মহাত্মার প্রযত্নে এই ধর্ম্মসভা স্থাপিতা হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যেং হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই,...।"

১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক এবং ধর্ম্মসভার সম্পাদক হন। ১৮৫২ সনের ১৬ই আগষ্ট (সোমবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল:—

"(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)...অশেষ গুণরাশি বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভয়ঙ্কর জ্বর বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত শনিবারে এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ সম্বরণ পুরঃসর যথাযোগ্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন।...এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কে না জানেন? তিনি সমাচার চন্দ্রিকা পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যে রূপ খ্যাতি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি এই পত্রের সূত্রে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশ মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম ক্রমশঃ ন্যূন হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইচরণ বাবু সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া শেষে নিবাস স্থান পর্য্যন্ত চ্যুত হওত কাশীবাসী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সমস্ত পৈতৃক বিভব বঞ্চিত হইয়া* বনবাসের ন্যায়

* ১৮৫১ সনের ২৩এ আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত নীলামী ইশ্‌তেহার হইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূসম্পত্তির বিষয় কিছু জানা যাইবে:—

"সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত

সিঁতির উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ধন যাউক, প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইলেও হ ভাল। তাহাতেও বিড়ম্বনা দেখ। প্রায় দুই তিন মাস গত হইল রাজকৃষ্ণ বাবুর দুই পুত্র ও তদনুজ মৃত রাজেশ্বর বাবুর এক পুত্র অকস্মাৎ জলমগ্ন হয়। এই রূপ বিপদগ্রস্ত ও মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়া কি তাহার দুঃখের শেষ আছে? আবার এক প্রবল শত্রু তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন চন্দ্রিকার উপর আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঠক বর্গের স্মরণ আছে এই মহাশয় আর একটি চন্দ্রিকা অবিকল পুরাতন চন্দ্রিকার অবয়বানুরূপে প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনীয় হইয়াছিল। এই চন্দ্রিকাই বাবুর প্রাণ স্বরূপ, ইহার আয়েই তাঁহার পরিবারের জীবন রক্ষা হইতেছে। অতএব এ বিষয়ের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার হইলে কি প্রকারে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হয়। এইরূপে সন্তান শোকে ধন শোকে অবিভূত হইয়া তিনি প্রায় কিয়ন্মাসাবধি জীবন্মৃত হইয়াছিলেন এবং নিরন্তর জীবন রক্ষার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! নিষ্ঠুর কৃতান্ত আপন করাল হস্ত প্রসারণ করিয়া গত পরশ্ব তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়স্থ করিয়াছে।..."।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অনেক শাস্ত্রগ্রন্থও চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার তালিকা দিলাম:—

(১) নববাবু বিলাস। পাদরি লঙের মতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ সন (*Descriptive Catalogue of Bengali Books*, p. 82). ১৮২৫ সনের অক্টোবর মাসের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে (পৃ. ২৮৯-৩০৮) এই পুস্তকের ১৮২৫ সনে প্রকাশিত একটি সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচনা আছে। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'নববাবু বিলাসে'র একটি সংস্করণে গ্রন্থকাররূপে 'প্রমথনাথ শর্ম্মণ' নাম পাইতেছি। ইহা যে ছদ্মনাম তাহা বুঝা যাইতেছে।

নববাবু বিলাস ১৮৫৭ সনে গদ্য পদ্যে নাটকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই 'বিজ্ঞাপন'টি মুদ্রিত হইয়াছে:—

'বিদ্যাভূনীকৃত বাবুনাটক'।—কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা।...।"

(২) কলিকাতাকমলালয়। প্রকাশকাল সন ১২৩০=১৮২৩ (?)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে।

ভবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিকিউটর রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার উত্তরপাড়ায় শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা এক পাকশালা ও এক আস্তাবল চারিটা পুষ্করিণী এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৩২/ বত্রিশ বিঘা...।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার সুরতির বাগানে রামমোহন ঘোষের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারদিগের বসতি বাটী নং ২০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ তেরো কাঠা...।"

(৩) হিতোপদেশ। "পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০।" পুস্তকখানির "ভূমিকা"য় আছে :—

"...এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীযুত কুমার শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অনুমত্যানুসারে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল...।"

এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

(৪) দূতীবিলাস স্বরসিক রসদায়ক পুস্তক। প্রকাশকাল ১৭৪৭ শক=১৮২৫ সন। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (চৈত্র ১৭৮০ শক, পৃ. ২৮০) রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

"সুবিখ্যাত শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র।"

(৫) শ্রীমদ্ভাগবত। পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হয়—৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক=১২ মে ১৮৩০ তারিখে। এই পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ১৮৪৯ সনের ৩১এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর'-পাঠে আমরা জানিতে পারি :—

"...রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।"

(৬) শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ইহার প্রকাশকাল ১২৩৮ সাল=১৮৩১ সন। ১৮৩১ সনের ২২এ এপ্রিল (১০ বৈশাখ ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে "কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠকস্য" লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীশ্রী৺গয়াতীর্থ বিস্তার গ্রন্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাণাদিতে সকলি আছে বটে কিন্তু শূদ্রাদির সকল পাঠ্য নহে —...৩ বৈশাখ।"

এই পুস্তকখানি ১৮৪৩ সনে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৮৪৩, ৭ই ডিসেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় পাইতেছি :—

"শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রাহকগণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এযন্ত্রালয়ে আর না থাকাতে কোনং ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা গেল...চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে...বিনা মূল্যে সেই বহি প্রাপ্ত হইবেন।...বায়ুপুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারচ্ছন্দে রচনা করা গিয়াছে তাহা তদ্ধাম গামি দিগের উপকার জনক বটে।"

(৭) মনুসংহিতা। পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহা ১৭৫৪ শকের ২০এ ফাল্গুন=২ মার্চ্চ ১৮৩৩ তারিখে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

(৮) আশ্চর্য্য উপাখ্যান "অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। ক্ষমতাদিকীর্ত্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন॥ কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র ১২৪১ সাল [=১৩ মার্চ্চ ১৮৩৫]।"

২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, পয়ার ছন্দে লিখিত এই পুস্তিকাখানিতে যশোহর, নড়াইলের জমীদার কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও শেষ পৃষ্ঠায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ আছে; যথা—

"শ্রীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুকৃতির পুণ্য কীর্ত্তি রচিলা ভাষায়॥"

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আশ্চর্য্য উপাখ্যান' আছে। পাদরি লঙের তালিকায় (*Cat.* p. 78) ভ্রমক্রমে ইহার প্রকাশকাল ১৮৩৪ সন বলা হইয়াছে।

(৯) পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা। ইহার প্রকাশকাল ১৭৬৬ শক, ১২৫১ সাল=১৮৪৪ সন। ১৮৪৪ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্ব্বে পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে...। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমূর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যেং প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যেং কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মাদলা পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকারপর্য্যন্ত যতং নূতন কীর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চক্রক্ষেত্র যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াসুরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মক্ষেত্র যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুণ্য মূল্য ১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি।"

কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে।

ইহা ছাড়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত আরও কোন কোন গ্রন্থের নাম তাঁহার জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্তি।—আমরা কাশীর পত্রে অবগত হইলাম জিলা যশোহর নড়াল গ্রাম নিবাসী পরে কাশীবাসী বাবু কালীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে দিবা আড়াই প্রহরের সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন পুরঃসর অপূর্ব্ব জ্ঞানপূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা নামোচ্চারণ করত শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যদিও মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বদাই অশুভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে শুভ সম্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ সুখী হইতে পারেন তৎপ্রমাণ মরণং যত্র মঙ্গলং। আমরা শুনিয়াছি ঐ রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জ্জনের পর ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুরুষতা প্রকাশকরত বহুধনোপার্জন

করিয়াছিলেন তৎচিহ্ন তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং ঐ কাল পর্য্যন্ত যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহা এতদ্দেশ বিখ্যাত দৈব পিতৃ কর্ম্ম এবং বিষয় কর্ম্মে অবসন্ন হইয়া অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণাবধারণ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ধন জন পরিবার সুখৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগযজ্ঞ করত কালযাপন করিয়াছেন মায়া মোহ শোক সন্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকালে সপ্রমাণ হইল।···চন্দ্রিকা।

'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আশ্চর্য্য উপাখ্যান' নামক পুস্তকে কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন,—সে-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট।—হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়ুয্যে রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কাওয়াসজি।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—সমুদ্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা সংপ্রতি পঁহুছিয়াছে। ঐ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি স্বীকারকরণ। এবং ঐ বাবু ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে ঐ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহার প্রশংসা করণ।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা।—গত সোমবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যূনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত বাদ্য এবং বহুৎসবজনক ও অত্যুৎকৃষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার পরেই নিমন্ত্রিত মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল। অনন্তর বাদ্য বাদনারম্ভ হইয়া বাজিতে অগ্নি

দেওয়া গেল ঐ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপর্য্যন্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই অতিপ্রশংসা করিলেন। তৎপরে আরো গীত বাদ্য হইয়া যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যাসাদন করা গিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ২ সকলই ভোজন পান করিলেন অনন্তর মহানাচ আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্টের তিন জন শ্রীযুত জজ ও শ্রীযুত মাকালি সাহেব ও অনেক দুই জন সেনাপতি সাহেব এবং কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়েরা তত্র সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ সদাশয় নিমন্ত্রক বাবু নিমন্ত্রিতেরদের সন্তোষার্থ যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্রা করিলেন।

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই ভ্রমণদ্বারা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত বাবুর এই স্থানে না থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যদ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম না হউন তথাচ আমারদিগের সর্ব্বগুণান্বিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম নিজগুণ ও ধন দ্বারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংপ্রতি ব্যবসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতাপূর্ব্বক দানহেতু অনেকের প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কার্য্যোপযুক্ত করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অত্যুত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্যধর্ম্মে রত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ এইহেতু অনেক সহায়হীন মনুষ্যকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত দানশীলতা দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কার্য্য দ্বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঢ্যের উপযুক্ত যে কর্ম্ম তাহা করিয়াছেন আমরা শ্লাঘ্যপূর্ব্বক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বারা ৫ বর্ষ বয়স্ক অবধি সকলেই প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিতৈষী মনুষ্য তদ্ভিন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই।

আমরা এক চিত্তে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু সুস্থ হউন তিনি মফঃসলে প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার দৃষ্টে মফঃস্বলস্থ তাবৎ বিষয় তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অজ্ঞান্ত বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন কিন্তু আগমন হইলে তাহারা পরমাহ্লাদ করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ মার্চ্চ ১৮৩৮ । ৫ চৈত্র ১২৪৪)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার ৺প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮ । ১২ কার্ত্তিক ১২৪৫)

গ্লানি বিষয়ক মোকদ্দমা।—শ্রীযুত কাপ্তান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে চারি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা গত বুধবারে নিষ্পত্তি হইল।...

দ্বিতীয় মোকদ্দমা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। বোধ হয় যে থাকারি সাহেব হরকরা সম্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্ব্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত বাবুর হরকরা সম্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিতা আছে তৎপ্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব ঐ গ্লানি বিষয়ে তাঁহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়াদি এই প্রস্তাব করিলেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্য ত্রুটি স্বীকার করেন তবে আমি মোকদ্দমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি ঐ পত্র লিখি নাই তাহা ছাপাইবার পূর্ব্বে দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্তু এমত কহিতে পারি হরকরা সম্বাদ পত্রে কোন বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই পরে বাবু এই মোকদ্দমা সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে হরকরা সম্বাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহা গ্লানি আমারদের বোধ হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাকা গুনাহগারি স্থির করিলেন।...

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—ভ্রান্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অতি খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জানুআরি শনিবারে উক্তবাবুর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অতিগুণান্বিত এক পুত্রের লোকান্তর হইল এবং তাহার দুই দিবস পরেই তাঁহার ভার্য্যার পরলোক হইল।

'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারকানাথের পত্নীবিয়োগের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তিনি পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"দ্বারকানাথের পত্নী-বিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পারা যাইতেছে না।"

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

নাট্যশালা।—সম্প্রতি যে ভূমিতে [চৌরঙ্গীস্থ] নাট্য শালা ছিল তাহা বিক্রয় হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে যে তিনি ঐ ভূমিতে বৃহৎ দুই বাটী নির্ম্মাণার্থ স্থির করিয়াছেন। নাট্যশালার সেক্রেটরি শ্রীযুত চেষ্টর সাহেবের ও তাঁহার পরিবারের সর্ব্বস্ব ঐ নাট্যশালার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে…।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজ করাইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। ঐ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি মনোরঞ্জক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল।

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু ঐ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া মহাভোজ আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

…কৃষ্ণনগর নিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজের কন্যার সহিত সুগন্ধ্যা ·াস ৷·· সাকিন কলিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ হইয়াছে। উক্ত বসুজ ৺ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য।…কস্যচিৎ হোগলকুড়িয়ানিবাসিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২)

আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বাবুজা মহাশয় ন্যূনাধিক ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহ্নবীতীরনীরে জ্ঞান পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্বাদ শ্রবণে পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু ইদানীন্তন এতাদৃশ ধনি ধার্ম্মিক বিচক্ষণ মনুষ্য অত্যল্প সম্ভব। যদিও তাঁহার গুণগ্রাম দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যনুসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম।

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্ম্মিকতাব্রত এই ব্রতচতুষ্টয়ে বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এ যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী। দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর সুচারু রচন রচন সেবার

পরিপাটী আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা কি লিখিব বহুতর ধনব্যয়পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ "প্রাণতোষণী" "প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি" শব্দাম্বুধিইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের সুরীতি সুনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যায়। অপর বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থও অপূর্ব্ব সংগ্রহ প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ঐ ঔষধাবলি গ্রন্থের দ্বারা অনেক লোক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেতের বৈদ্য রূপ খ্যাত তাহারা সেই গ্রন্থ দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়া প্রকাশের সূচনা শুনা গিয়াছে। পরন্তু বহুতর দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অনুগত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও ধার্ম্মিকতা বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।—চন্দ্রিকা।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩)

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।—অত্র প্রগাণ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান দুই লক্ষ টাকা পণ যাহাতে খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহা যথাকর্ত্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় ঐ দুই লক্ষ টাকা শোধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ খান পুরাতন মোহর দর ১৭॥৵৹ টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৸৵৹ টাকা আর সিক্কা ৯৵৹ সর্ব্বসুদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু ঐ টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ খান মোহর ও ৯৵৹ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুনা যায় তাঁহার পিতার মহাজনেরদিগের সহিত কোন বন্দোবস্তের পর লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ কারণ হরলালের পিতৃঋণদাতা শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাঁহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল দেব বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিলেন আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওজন হইয়া যাই মহাশয়েরা

তালুক ও বাগান দুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি দুই লক্ষ টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুরা অতিদয়ালু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ তালুক হরলালের নিকট দুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত স্থপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাঁহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুরা জওয়াব দাখিল করেন যে আমরা খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াছেন বলিয়া হরলাল ঠাকুর গ্রাণ্ডজুরিরদিগের নিকট দুই বাবুর নামে দুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিলফৌণ্ড অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ্য করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইণ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গত ১৮ আপ্রিল সোমবার ঐ মোকদ্দমার বিচারারম্ভ হয় এমোকদ্দমা পিটীজুরির দ্বারা তজবীজ না হইয়া স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল ফৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়র্সন সাহেব ও শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও শ্রীযুত ক্লার্ক সাহেব ও শ্রীযুত লিথ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবারপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবেরা হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাঁহার মানিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক করে না আমরা বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্‌টী এণ্ড একুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয়া পরিত্যক্ত হইলেন। তৎপরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে যে নালিশ হয় তাহার বিচার ঐ দিবস স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বারা বিচার হইল তাহাতেও প্রমথনাথ বাবু ঐ প্রকারে নির্দোষী হন।... —চন্দ্রিকা।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—...জিলা যশোহরনিবাসি ৺ মহারাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই পরগনানামক এক পরগনা

কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৺ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ লইয়াছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের নিয়মাতীত না হইতেই ঐ পরগনা কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়া বিনামীতে ঐ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে ঐ মহারাজা মহাশয় অতিপুণ্যবান এবং দেবদ্বিজানুগত হেতুক ব্রাহ্মণেপর ধর্ম্ম ভাবিয়া হাকিম সংক্রান্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া কিয়দ্দিবস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পরে ঐ মহারাজার পৌত্র শ্রীযুত মহারাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধিপতির নিকট আবেদন করাতে ঐ বিচারাধিপতি মহাশয়েরা ঐ বিষয়ের সাক্ষির দ্বারা বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চনা ও শঠতা জানিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসরের গত বিষয় রাজার যথার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন ঐ জমীদারীতে প্রতি বৎসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচা বন্ধক দিবার দিবস ইস্তক ডিক্রীর দিনপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরে অনুমান ষোল লক্ষ টাকা ও জমীদারীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকার অধিক। .. কস্যচিৎ মোক্তারস্য।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

জেলা যশহরান্তঃপাতি চাঁচড়া বাসি ৺ রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয় বর্ত্তমানে দুরবস্থা প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণা নামক এক পরগণা কলিকাতার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহস্র মুদ্রা কর্জ লইয়াছিলেন পরে কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ বন্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রয় করাইয়া ঐ মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্দ্র মুখুয্যের নামে ক্রয় করিয়া কতক দিবস ভোগী হইয়া নদীয়া জেলা সংক্রান্ত সাতধরিয়া নিবাসী রাধামোহন চোধুরি ও প্রাণনাথ চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে ঐ চৌধুরী ঐ সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী আছেন পরে ঐ বৈকুণ্ঠবাসী ৺ রাজা শ্রীকণ্ঠের পৌত্র রাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয় ঐ সম্পত্তি প্রাপ্তি কারণ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলে কোর্টের সুবিচারাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত শের এডওয়ার্ড রায়েন শ্রীলশ্রীযুক্ত শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের অসিদ্ধক্রয় ও মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা বোধে প্রায় ঐ সম্পত্তির চল্লিশ বৎসরের উপস্বত্ব ও আদালতের খরচা সর্ব্বসুদ্ধ আটত্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকা সম্পত্তির ডিকিরি হইলে ঐ ৺ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৺ শম্ভুচন্দ্র মুখো ও ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত না হইয়া বেলাতে আপিল করাতে সুপ্রেমকোর্টে ধর্ম্মাবতার বিচারাধিপতিদিগের যথাধর্ম্ম নিষ্পত্তি পত্র ধর্ম্মসাপক্ষ হইয়া বজায় রাখিয়া বিপক্ষ মুখোপাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে অগ্রাহ্য হইয়াছে…। কস্যচিৎ মোক্তারস্য।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১৪ মার্চ্চ (২ চৈত্র ১২৬০) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে এইরূপ লিখিত হয়ঃ—

"এক সময়ে ৺প্রাপ্ত বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দম্ভভাবে কলিকাতা নগর স্তব্ধ প্রায় হইয়াছিল, তিনি ধনাহঙ্কারে কলিকাতা নগরীয় ধনিদিগকে তিরস্কার না করিয়াছেন তাঁহার সময়ে এমত ধনিলোক প্রায় ছিলেন না, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামেতেই সকলে ভয়াতুর হইতেন, তাঁহার পুত্র ৺বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সেই কালে পিতৃবলে ঘোর বাবু হইয়া উঠিলেন, সে সময়ে কলিকাতার পরমিটঘর লুঠঘর ছিল, শিবচন্দ্রবাবু ঐ ঘরের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যত পারিয়াছেন লুঠিয়াছেন, সে ধনের অধিকাংশই লাম্পট্যে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন আর উন্মত্ত ভাবে মধ্যে২ সৎকর্ম্মেতেও লোক বিবেচনায় দান করিতেন, দুর্গাচরণান্তর্দ্ধান পরে শিবচন্দ্রও সেইপথের পথিক হইলেন তাঁহার দুইস্ত্রী আর কন্যা মাত্র রহিলে, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাবু সম্পত্তি রক্ষক হইয়া কিছুকাল সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার অধ্যক্ষতা কালেই অল্পে২ সকল বিষয় গেল কেবল হাবিলি শহর পরগণা আর বাগবাজারের প্রকাণ্ড বাটি ইত্যাদি রহিল, গঙ্গোপাধ্যায় বাবুর মৃত্যুপরে যয়াও বিবাদে অনেক বিষয় অগ্রেই যায়, গত বৃহস্পতিবারে সরিফ নীলামে বাস্তু ভিটা পর্য্যন্তও গিয়াছে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল ১১২০ টাকায় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাণ্ড বাড়ীক্রয় করিয়াছেন, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী থাকিতেও ভিটা মাটা উচ্ছন্ন গেল, বিন্দুসুন্দরী দেবী বুঝি তৈল মর্দ্দন করিয়া এই ভরসায় শয়নাবস্থায় ছিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ী বলিয়া কেহ সরিফ সেলে ক্রয় করিবেন না, বাবু মতিলাল শীল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একালে ব্রাহ্মণের বাড়ী ক্রয়ে দোষ নাই এই কারণ সাহস পূর্ব্বক ক্রয় করিয়াছেন, অল্প মূল্যে বহু মূল্য সম্পত্তি পাইয়াছেন তিনি ছাড়িয়া দিবেন কি না সন্দেহ.... ।"

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু।—স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিখ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরাপত্রহইতে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণপত্রহইতে নীত হইল চন্দ্রিকাতেও তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক বার্ত্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এতদ্রূপে লিখিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ৺ প্রাপ্তব্যক্তির পরিজনের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধর্ম্মার্থ যেং কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

রাজচন্দ্র দাস স্বনামধন্য রাণী রাসমণির স্বামী।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

স্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেজ বাঙ্গালির মধ্যে অতিসুবিদিত ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্টা পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ঐ বাবুর মরণে কেবল তাহার আত্মীয়বর্গের

মহাশোক হইয়াছে এমত নহে তাঁহার মরণে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে দুইটা পাকা ঘাট বন্ধন এবং এক রাস্তা ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তুল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিবেন তাঁহার আরো ইচ্ছা ছিল হিন্দুকালেজে কতক বিদ্যার্থির বেতন নিয়মিত করেন কিন্তু হায়২ এমত সময়ে কাল মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল আশাই শেষ করিল যৎকালীন তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে তৎকালঅবধি জীবন শেষপর্য্যন্তই একেবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন।—জ্ঞাং।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

রাজা বাবুর মৃত্যু।—রাজা বাবুর মৃত্যুবিষয়কবার্ত্তা চন্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্যরূপে লিখিত হইয়াছে। ঐ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺ প্রাপ্ত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যল্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আনুকূল্যে নানা উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাঢ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত [রাজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

জিলা মুরশিদাবাদে পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্দীনিবাসি ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌত্র ৺ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালা বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ রাজা বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাস ২৬ দিন বয়ঃক্রমে পারসী বাঙ্গালাদি বিদ্যাতে ও নানা শিল্পকর্ম্মে ও সংগীত শাস্ত্রাদিতে নিপুণ ভগবৎপরায়ণ সদাচার সত্ত্বগুণাবলম্বী শিষ্টপ্রতিপালক জিতেন্দ্রিয় পৈতৃকধর্ম্ম স্থানে২ দেশ বিদেশে শ্রীশ্রী ৺ সেবা ও অতিথিসেবা পরিপাটীরূপে নির্ব্বন্ধ রাখিয়া জমীদারী কর্ম্মে তৎপর হইয়া শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর বিশেষ অনুকম্পান্বিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্নিকট কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী গমনান্তে জরাদি রোগে পীড়িত হইয়া দিনে২ ক্লিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে সুবে হিন্দুস্থান ও সুবে উড়িষ্যা ও সুবে বেহারের অন্তঃপাতি জিলা হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর অস্থাবর আদি তাবৎ বিষয় এলাকা লিখিয়া দিয়া এবং তাঁহার দুই রাণীর প্রতি পোষ্যপুত্রের অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া কিছু দিন পরে ১৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীশ্রী ৺ গঙ্গার তীরে দানাদি ও শ্রীশ্রী ৺ নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রী ৺ নাম স্মরণপূর্ব্বক পরম ধামে গমন করিয়াছেন এই খেদে তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাগ্যবান শ্রীমান গুণি

গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী ৺ দৈব ইচ্ছার বলবত্ব। জমীদারীর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধর্ম্ম শ্রীশ্রী ৺ সেবা ও অতিথি সেবাদির জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি কেন না ঐ কর্ম্ম ঐ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী ৺ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাতা বড় বুদ্ধিমতী ৺ দেওয়ান লালা বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবন ধামে বাস করিয়াছিলেন তৎকালীন ঐ জমীদারী ও শ্রীশ্রী ৺ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রভৃতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুত্র রাজা বাবুর যোগ্যতায় নিশ্চিন্তা হইয়া শ্রীশ্রী৺ আরাধনা করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক যে আরবার তাঁহার ঐ বিষয় যন্ত্রণাতে আবৃতা হইতে হইল ইতি ১০ জুন।—চন্দ্রিকা।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—জমুয়ানিবাসি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার ভূরি২ মিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনেরা বিলাপ করিতেছেন এবং তাঁহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পত্তিবিষয়ক বিবেচনা উত্তরকালে কিপ্রকার হইবে ইহা জ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যন্তাম্বরাগ হইয়াছে অতএব আপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি।

৺প্রাপ্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটীতে বহুকালাবধি পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের দ্বারা স্বস্থ হওনার্থ ঐ বাটীহইতে আগমনোদ্যত ছিলেন ইতিমধ্যে পীড়ার আতিশয্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত ডাক্তর মাকফারসন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। ঐ সাহেব সময়মতে পঁহুছিয়া যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্তু ৺ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্ষবয়সে ১৯ জ্যৈষ্ঠ লোকান্তরগত হইলেন। তাঁহার পুত্র নাই কেবল দুই কন্যা এবং রীতিমত দুই পত্নীকে দত্তকপুত্র লইতে অনুমতি করিলেন। ঐ পুত্রেরা প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাঁহারদের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাপর্য্যন্ত স্বীয় মাতার অধীনে তাবৎসম্পত্তি অর্পণ করিয়া যান ঐ মাতা অত্যন্ত কার্য্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বাঙ্গালা লেখা পড়াতে অতিনিপুণা জমিদারী ব্যাপারও উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগিসময়ে তাবৎ কার্য্যই ঐ রাণী নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

জমুয়াকান্দীর সিংহ রাজারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষয় লিখনের আবশ্যক নাই শ্রীনারায়ণ সিংহ রাজাই ঐ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভূরি২ কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমানা আছে ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতা গৌরাঙ্গ সিংহ কানুনগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হন তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ

সিংহ অতিভারি২ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া নানাকীর্ত্তি সংস্থাপন এবং স্বীয় বংশের ধারাবাহিক যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি ছিল তাহা আরো বর্দ্ধিত করিলেন।

পরে তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহও তদনুগামী হইলেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হতভাগ্য শ্রীনারায়ণ সিংহের পিতা যৌবনবস্থাতেই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগানুরঞ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপস্যার ব্যাপার সম্পাদন করেন এতদ্রূপ অপর দর্শন দুর্লভ।

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রূপে এতন্মহাবংশ্য পাঁচ পুরুষ সৌজন্য বদান্তাদিগুণেতে অতিপ্রসিদ্ধ। শ্রীনারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। প্রাপ্তব্যবহার হইয়া কেবল দশ বৎসর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ করিতে হয় যে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈশ্বর্য্য প্রভু হইয়াও কোন অনিষ্টকার্য্য করেন নাই কেবল পরিমিত ব্যয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার করিয়াছেন।...কস্যচিৎ তত্ত্বাবধারকস্য। ১০ জুন ১৮৩৬।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩)

বাবু রামকমল সেন।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী হওয়াতে শ্রীযুত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত আসিয়াটিক সোসৈটির কালেকটরী কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শুভজন্ম।—সোমবাসরে ৩০ জানুআরি তারিখে কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রসূতা হইয়াছেন এতদুপলক্ষে যথা হিন্দু রাজধর্ম্মক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য দানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম যে এই নৃপকন্যা মহারাজার প্রথমা অপত্যা।

(২৫ মার্চ্চ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩)

মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি।—আমরা মহাখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরনিবাসি অতিমিষ্টভাষী বহুদর্শী বাঙ্গলা পার্সি আদি নানা বিদ্যার পারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মান্য অতিবদান্য বিজ্ঞতম ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষৈক ধার্ম্মিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়া ঊর্দ্ধগতি পীড়োপলক্ষে গত ৫ চৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষীয় একাদশী নন্দা তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে দিবা ৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্ব্বক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি স্বজনগণ সাক্ষাতে মায়া মোহ পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীমন্নারায়ণ স্মরণকরণক শরীরার্দ্ধ নারায়ণক্ষেত্রে অপরার্দ্ধ

কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে জাহ্নবীকূলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইয়াছিল মহারাজার মৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়াও ধন্য পুণ্যবান্ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্য মৃত্যু নহে।

যথা।

শুক্লপক্ষে দিবা ভূম্যৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদয়স্থে জনার্দ্দনে।

এতাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বাদে কাহার না খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজা বাহাদুর বৈকুণ্ঠবাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত এবং তন্নিয়মানুগামী হইয়া এতাবৎ কাল দৈবপিত্র্যাদি কর্ম্ম যথা কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব এবং বাসন্তীপ্রভৃতি পূজার ব্যয় ব্যসনে পূর্ব্বরীতির অন্যথামাত্র করেন নাই তদ্বিশেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিশেষ মর্য্যাদা ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্তু অনুগত আশ্রিত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত ব্যক্তিদিগের কায়িক মানসিক বাচনিক এবং অর্থ ব্যয় দ্বারা সর্ব্বদা উপকারে যত্নবান হইতেন অধিকন্তু বিপক্ষপক্ষ লোকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপস্থিত হইলে সৎপরামর্শ দ্বারা তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই সুমন্ত্রিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাজপুরুষেরাও সর্ব্বসাধারণের উপকার বা অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে শত শত বার সৎপরামর্শ প্রদানজন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা লিপি বাহুল্য মাত্র। অপরঞ্চ ধর্ম্মপরায়ণ যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায় তদুপায়ে চির চিন্তিত ছিলেন গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবকর্ত্তৃক সতী নিবারণের আইন হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবহৃত ধর্ম্ম চিরস্থায়ি জন্য যে ধর্ম্মসভা স্থাপন হয় তদুদ্যোগে অগ্রগণ্য অর্থাৎ সভার রীতিবর্ত্ম ধারা নিয়মাদি ঐ মহাপুরুষকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহা সমাজে পাঠ হইবামাত্র তাবদধ্যক্ষের গ্রাহ্য হইয়া প্রচলিত হয় ইহাতে এতদ্দেশীয় ধার্ম্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন এবং মরণপর্য্যন্ত ঐ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষা করিয়াছেন নিয়ম বহির্ভূত অতি নিকট কুটুম্বও তাঁহার নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে। তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে আমারদের লেখনী শক্তা নহেন স্থূল২ কিঞ্চিৎ লিখিলাম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যদ্যপি গুণবর্ণনপূর্ব্বক আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহা আমরা সমাদরপূর্ব্বক চন্দ্রিকায় উজ্জল করিব। যাহা হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন কেন না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো অধীন হয় না এবং লজ্জা ভয় শূন্য অনেক লোক হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তাঁহার বিশেষ মান্যতা ছিল তৎপ্রমাণ কাহারো কোন সৎকর্ম্ম রাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে কর্ম্মকর্ত্তা জানিতে পারিলে মহাসুখী হইতেন এবং কাহারো কুকর্ম্ম অন্যত্র রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লজ্জিত হইত না কিন্তু

রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্ম্মকারী লজ্জিত ও ভীত হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়া গিয়াছে তাহা কি লিখিয়া জানাইব।—চন্দ্রিকা।

(৪ মার্চ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

ডেপুটি কালেকটরী পদ।—কিয়ৎকাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাঁহারা নূতন ডেপুটি কালেকটরী পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ পদাভিলাষিরদের মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাঁহাকেই তৎপদ দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবেরা শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিককে ডেপুটি কালেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তাঁহার দ্বারা ডেপুটি কালেকটরী পদের অবশ্যই সম্রম হইবে।

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

রূপলাল মল্লিক।—১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যূন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং স্ত্রী কন্যা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধর্ম্মার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে শ্রাদ্ধার্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে।

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪)

বৈকুণ্ঠ গমন।—আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগর নিবাসি যশোরাশি বৈকুণ্ঠবাসি কীর্ত্তিশশি পবিত্র চরিত্র ভগবদ্ভক্তাগ্রগণ্য ভুবনমান্য পুণ্যশীল সুশীল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দান্ত শান্ত নরবর ৺ বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সজ্জনাদি পুত্র পৌত্র সমীপে শ্রীশ্রী৺ পতিতপাবনী ত্রৈলোক্যতারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে সজ্ঞানে পরম প্রেমানন্দান্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন ইতি।

(১৩ জানুয়ারি ১৮৩৮। ১ মাঘ ১২৪৪)

বাবু রসময় দত্ত।—শ্রীযুত বৃজিগ সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যে শ্রীযুত রসময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিস্যনররূপে

নিযুক্ত আছেন তিনি সংপ্রতি শ্রীযুত মেকলৌড সাহেবের বিলাত গমন করাতে তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—হরকরা সম্বাদ পত্র পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে ইস্তফা দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চূড়ান্তরূপে ঐ তৃতীয় কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অতি সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাস্য পদে নিযুক্ত হইবেন।…

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।—প্রণামা নিবেদনং বিশেষঃ জেলা পুরণিয়ার ধরমপুর পরগণার মধ্যে ৺ রাজা মাধব সিংহের স্থানে সরকার বাহাদুরের বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রথমত তস্য জমীদারি বিক্রয় হইয়া সরকারের পাওনা সকল সঙ্কলন না হওয়াতে পরে তস্য লাখেরাজ অর্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণা ও মহারাজগঞ্জ তৎপট্টী সম্মিলিত শ্রীযুত গবরনর কৌনসলের ও সাহেবান সদর বোর্ডের হুকুমানুসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাজী ১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বহুডান সাকিনের নবকান্ত দাস নামক একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়া বয় নামা ও আমল নামা পাইয়া মফঃসল দখলীকার থাকিয়া পরে ঐ দাস মজকুর বাঙ্গালা সন ১২১১ সালের ২৭ বৈশাখে ঐ নীলাম খরিদাবস্তু আমার শ্বশুর ৺ বাবু প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০০ টাকা পণ বাহাতে খোষ কবালায় বিক্রয় করে তদবধি আমার শ্বশুর ও স্বামী ও পুত্র ঐ বিষয়ে দখলীকার থাকিয়া ঐ এলামাত মহালের সালিয়ানা উপস্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সনং পাইয়া শ্রীশ্রী ৺ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদিগের লোকান্তর পরে বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মজকুরের ডেপুটি কালেকটর সাহেব ও স্পেসিয়ল কমিশ্যনরির হাকীমান ঐ লাখেরাজ এলামাত মহাল রেজষ্টরি না হওয়া ওজরে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাত্ম্যেতে ঐ খরিদাবস্তু যাহা সরকার বাহাদুর বিক্রয় করিয়া বয়নামাতে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের অনুমতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক না লিখিয়া দিয়া ঐ বস্তু আরবার অন্যায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এ বিধায় নিবেদন আপনি অনুমোদনপূর্ব্বক আমার এই মেকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে পর্য্যাপ্ত করিয়া সোসাইটির দ্বারা বিলাতে আপীল করিয়া উক্ত বিষয়ের হুসিদ্ধ করিয়া দেন

তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার এখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি। ১২৪৫ সাল ২৪ আষাঢ়। শ্রীরাণী কাত্যায়নী।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫)

অতিখেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এতদ্দেশীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক ছিলেন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবদ্বীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রাপ্ত্যর্থ আর সি জ্যানকিন কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে কেবল দস্তুরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তা ভাবে ও নূতন লাভের উপায় অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাজাধিকারে কোন কার্য্যে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল জড়ের ন্যায় সর্ব্বদা অন্তঃকরণ আর্দ্র থাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিবা আমরা এতৎ বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে সুবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম২ দ্রব্য বিষয়ের বাণিজ্য দ্বারা যাহা উতপন্ন করিতেন তাহার অর্দ্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় দ্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমরা প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেন না তাদৃশ লভ্য হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে। এমত সকল বৃহত২ ধনী কিন্তু বাণিজ্যদ্বারা কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থ প্রদান পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন। যেমন ইংলণ্ডীয়েরা স্বীয় ধনদ্বারা সুখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতদ্দেশীয়দিগের উচিৎ যে বহুদর্শী ঐ কর্ম্মচার ব্যক্তিদিগেরা রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়া দেশস্থ লোক-দিগের আশীর্ব্বাদ জনক সুখ উৎপন্ন করাইয়া আপনারা সুখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়-দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে সুখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ নিন্দনীয় কিঞ্চিদ্দস্তুরি প্রাপ্ত্যর্থ আপনার টাকা লইয়া মণিব ইংলণ্ডীয়ের অনুমতি পাইবা-মাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য এই যে তুচ্ছ পদ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া উক্ত উত্তম২ পদ প্রাপ্ত্যর্থ যত্ন করেন এবং কেবল অত্যল্প

পরিবার ও কুটুম্ব লইয়া আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল মনুষ্যের কর্ম্মেই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অর্থপ্রদান করিতেছেন তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেযান্তর আছে দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্তু সেই ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার ন্যায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক চরমে ইষ্টদায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ বিলক্ষণ বিবেচনা করিবেন যে এই রূপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দনীয় অতি কুৎসিত এবং অত্যন্ত কার্য্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও যেমন দেশ এবং ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া সাবধানে আচরণ করিবে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

রায় পরশুনাথ বসু।—জিলা বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বসু স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেণ্টকর্তৃক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ঐ নওয়াব সরকারে অতি বিশ্বাস্য এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নূতন পদের বেতন মাসে ১৫০০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৯ মার্চ্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

…জেলা নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিমান্য ও ধার্ম্মিক শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বৎসর ও তস্য মামাত ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হস্ত্যারোহণে জমিদারির পূর্ণসরঞ্জামের সহিত আপন বাটীর ৺কার্ত্তিকবিসর্জনান্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরি লিখিত চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তস্যজন সমূহ দাঙ্গা করিয়া উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীরা মুক্তা স্বর্ণাদি নির্ম্মিতাভরণ ও সমভিব্যাহারি রজত নির্ম্মিত আসাসোটা বরশি চামর ছেনাইয়া লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বারা আঘাত করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে তলআরের চোট মারেন ৺ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পশ্চাৎ ভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা নদীয়ার ডাক্তর শ্রীযুত কে বি ফোলের সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করেন…।

উক্ত মোকদ্দমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমরা যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্রীযুত কে রিড সাহেবের

হজুরে সুপ্রকাশ হইয়া ৺ইচ্ছা রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধর্ম্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে নির্দ্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জানাগেলো যে অদ্যাপি ধর্ম্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্প ণৈক পার্শ্বে স্থানদিলে অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবনা কিমধিক মিতি।···শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামনৃসিংহ শিরোমণি। শ্রীহরপ্রসাদ তর্কবাগীশ। শ্রীকালিদাস বিদ্যাবাগীশ। শ্রীশ্যামাচরণ তর্কপঞ্চানন। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামরত্ন বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকালাচাঁদ নপাড়ি ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশিভূষণ নপাড়ি ভট্টাচার্য্য। শ্রীঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক দুঃখবার্ত্তা প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার বর্দ্ধমানের রাজবাটীর কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহে অতি বিশ্বস্ততা প্রযুক্ত তিনি সর্ব্বত্র অতিখ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যদ্দারা তাঁহার শিরোপরি এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহা কহি অর্থাৎ তাঁহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও যথার্থ পদার্থ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সৎপথসদনুষ্ঠান করাইবার কারণ তাঁহার নিশ্চয় মানস ও এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে বহু দানাদি পুরঃসর অশ্রান্ত যত্ন অধিকন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢ়রূপে এই পথে চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাধা ও অপরাধ তাবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন।

আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন যে তিনি দৃষ্টিতে অতি সুদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য দেখিবার ও গাম্ভীর্য্য ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ ছিলেন না।

প্রায় এক মাসাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে পীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন ও ইহাতে তাঁহার শরীর ক্রমেতে দুর্ব্বল করাতে তাঁহাকে সকল শোভা ও কর্ম্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাঁহার স্কন্ধ দেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক হইল ও ইহাতে তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষণার্থে যদ্যপিও তাঁহার পরিবারের ডাক্তরেরা যথা ষ্টিউয়ার্ট ওসানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতিও অনেকানেক বাঙালি বৈদ্যেরা নানা প্রকার করাতে ও বহুবিধ চেষ্টা পাওয়াতেও সকলে উপায় নিরুপায় হইল।—জ্ঞাং নাং।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। আশ্বিন ১২৪৬)

···জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামুটা ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৺রাজা নরনারায়ন রায় ধনী এবং মানী ছিলেন। তাঁহার দুই পক্ষের তিন সন্তান জ্যেষ্ঠ রুদ্রনারায়ন রায় বাকী দুইজনা নাবালগ। রাজা জীবদ্দশাতে ঐ জমিদারী যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও অংশ হইবার বিষয়ে ওসিয়ৎ নামা কিম্বা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তুত অথবা

বাচনিক ধার্য্য না করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আপ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরলোকগামি হইবাতে ঐ জমিদারি ১৭৯৩ শালের ১১ আইনের ২।৩ ধারায় লিখিত মতে পাছে বিভাগ হয় ইহাতেই জ্যেষ্ঠ সন্তান ঐ রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রজমোহন বসু এককেতা আর্জি মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটরিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে মৃতরাজা বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে রাজটীকা দিয়া নাবালগ দুই সন্তানের খোরপোষ ধার্য্য করিয়া নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিয়াছেন এ সকলি অমূলক আদৌ মৃতরাজা এমত আরজী কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই ঐ আরজীর দস্তখত তদারক হইলেই কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক।...শ্রীহরিহর দাস।

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬)

যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইয়া নিস্পৃহরূপে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদায় লোকবর্গের কৃতজ্ঞতা এবং সন্মান পাইবার উপযুক্ত এবং যৎকালীন এতাদৃশ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা লোকান্তর গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্ত্তব্যই যে সেই ব্যক্তির চিরস্মরণের নিমিত্তে এক কীর্ত্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমস ইয়ং সাহেব যিনি বিলায়ত গমনোদ্যত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি এতদ্দেশীয় লোক সমূহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্যন্ত ঘৃণা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎকালীন এতদ্দেশীয়েরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুপযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ভৃত্য বর্গের দ্বারা পরাজিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন এই মহানুভব সাহেব দ্বারা মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক সূচনা প্রথমতঃ হয় ইনিই সুশীল বিদ্বান অপর ব্যক্তিরদিগকে সম্মান পুরঃসর শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন যিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের সাহায্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সের বিরোধী হইয়া সহ্য করিয়াছেন যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাঁহার স্মরণার্থে কোন প্রকাশ্য চিহ্ন না রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বারা আমারদিগকে প্রথমতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই অদৃষ্ট বলে পুর্ণলাভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এতন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমুদায় বন্ধুবর্গের প্রতি অস্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাঁহারা ত্বরায় এক সভা করিয়া এতাদৃশ মহানুভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ করুন। [জ্ঞানান্বেষণ]

রামমোহন রায়

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬)

দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির

উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন…।

(২০ নবেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্রা।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক বিলায়তে গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রেতে বাবুর এই কর্ম্মেতে অতিশয় প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে এমত নানা সুদৃশ্য বস্তু আছে যে তাহাতে ঐ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদ্যা তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাঁহার তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিবে ইহা অবগত হইয়া আমরাও ইত্যবসরে তাঁহার এই কীর্ত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। গবর্ণমেন্ট গেজেটে লেখেন যে ঐ বাবু আপন পরিচারকদ্বারা যাত্রা কালে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই জন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোম্বেহইতে বিলায়তে গমন করিয়াছিলেন অনন্তর তাঁহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহারদের প্রতি কোন দোষ অর্পিত হয় নাই।

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩১। ৩ মাঘ ১২৩৭)

১৮৩০, ২২ নভেম্বর।—আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্লণ্ডদেশে গমন করেন এবং তাঁহার কএক জন মিত্র তাঁহার সহিত গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত যান।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যেং চাকর গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার নাম কি বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রে পাইলাম এবং তাহা আমরা দর্পণের দ্বারা প্রকাশ করিলাম। পরের চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান করা শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম্ম নয় অতএব তৎপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথালকরা মৌকুপ করেন।

গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। জাতির বিষয়ে যাঁহারা অতিবিজ্ঞ তাঁহারা এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন কিন্তু যে যাত্রায় গমন করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যে তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিনা কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে যে পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি।

(২৭ নভেম্বর ১৮৩০। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

বাবু রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক এক দরখাস্ত পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

১৮৩১, ১৮ জানুয়ারি।—আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—কিয়ৎকাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগে কেপে পঁহুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলণ্ডদেশে যাত্রা করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্যঃ জাহাজারোহিরদের ন্যায় তিনি কাপ্তানসাহেবের *মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্তু নিয়মমত আপনার কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা লইয়া তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ইঙ্গলণ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটীর সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে সুতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ন করিবেন তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপর হরকরাপত্রের স্বধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রেরক লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত আছে যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে গমনকরাতে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন…।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি প্রকাশিত কস্যচিদ্বিশ্বাসস্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে লেখক জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলাতে গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমরা ক্ষম নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব ঐ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বে আমরা অনেকবার চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা সুজ্ঞাত হইয়া তদ্রূপ নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্ত্তব্য হয়। অতএব ঐ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথা-ঘটিতাংশ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাঁহার সাধারণ কর্ম্মঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন তবে প্রস্তুত আছি।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার দর্পণে (শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বাসস্য) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনানুসারে উত্তর প্রদান করা উচিত অতএব কিঞ্চিল্লিখি।

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্র নাই যেহেতু তিনি এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বি দশ পাঁচ জনের এবং তাঁহার পুত্রাদির আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না অপর তাঁহা হইতে এদেশের সাধারণ উপকার হইবে ইহা কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্ ইষ্ট যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎপ্রমাণ রামমোহন রায়ের বিদ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে এতন্নগরে লোক সকলে সুখে বাস করিতেছিলেন অর্থাৎ দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মাদিকরণে আচণ্ডালপ্রভৃতির বিশেষ যত্ন ছিল এবং তিনিও স্বয়ং স্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বর্ত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিগ্বি সাহেবের অনুগ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাযকর্ম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়া-ছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবন্ত্যক্তির নিকটে যাতায়াতকরত এবং

বাক্কৌশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করিলে তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয় সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিৎকাল ঐ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক তাঁহারদের অনুমান হইয়াছিল যে এই সমাজদ্বারা বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে সর্ব্বনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ ঐ সভায় কেবল দেবদ্বিজাদির দ্বেষমাত্র প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো ভদ্রলোকসকল ঐ সভায় পুনর্গমনাগমন করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল। এবং তাঁহার আহার আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের ত্যজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি।

অনেকের স্মরণে থাকিবেক যে পূর্ব্বের চিফজষ্টিস সর এডবার্ড হাইডইষ্ট সাহেব যখন হিন্দু কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা চাঁন্দা দিলেন ইহাতে হাইডইষ্ট সাহেব তুষ্ট হইয়া কালেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালায় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে।

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুরদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী দুরবস্থা লোকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় না এ কথা বিলাতে ইষ্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক।

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ ছাপা করিয়া লোককে প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহারুষ্টপূর্ব্বক মিসনরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপূজা অপকৃষ্ট কর্ম্ম এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস করে না।

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে ঐ বিষয় বারম্বার প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দুঃখ মোচনার্থ

ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিতা করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অধিক-
বয়স্ক ব্যক্তি সকল তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য
হইবে। ক্রমে২ ঐ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল ভদ্র
লোকের সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে সুতরাং তাঁহারদের ধর্ম্মের সংসারে
অধর্ম্ম স্পর্শ হওয়াতে ধর্ম্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা
একেবারে সর্ব্বনাশ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা (সুপরিষ্টেসিয়ান) বলিয়া যদি
কেহ মান্য না করেন তাহাতে হানিবিরহ।

অপর রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে
তাঁহার বাঞ্ছা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ত তন্মতাবলম্বি শ্রীকালীনাথ রায়-
প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেশিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর
করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া চাসবাস
করে এবং তালুকদার হয়। তাহাতে যে দোষ তাহা কলনিজেশিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে
বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই
এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্। কস্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্য।

রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম তদ্বিষয়ক
আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। ঐ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে
পঁহুছে তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে
এমত নহে কিন্তু ঐ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোধ হইয়াছিল যে
তাহা শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক বিজ্ঞ মহাশয়কর্তৃক রচিত হইয়াছে কিন্তু শেষে ঐ পত্র
তিমিরনাশক পত্রে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্বিষয়ে আমরা কিছু অনুভব করিতে
পারিলাম না।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

...ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়
এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা
আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত
কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইহার সর্ব্বদা গমনাগমন
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে
বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম
হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু
শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ

ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ও ৺ শ্যামাপূজা ও ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পত্রে লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্ব্বিঘ্নে ঐ নগরে পঁহুছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাক্ষেপ হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কমিটীর কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমনজন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যেং অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলাদ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালতসম্পর্কীয় কোন২ সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণাদির এক চেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থে অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমাব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশ-বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রত্যকর্ত্তৃক গৃহীত হন এবং রাজধানীর অতিমান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—বাবু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে অবস্থিত তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবন্মান্ত লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন। পরে ঐ নগর ও তৎসন্নিহিত যে সকল সুদৃশ্য বিষয় ছিল তাহা তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চিষ্টর নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তার উপরি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ। পরে মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলে তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাঁহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক নিষ্কর্ম্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং কর্ম্মি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনার্থ তাঁহাকে আসিয়া ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ নগরে তিনি আরো নয় দিন অবস্থিতি করেন।

অনন্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি দুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুর্দ্দিগে ইঙ্গলণ্ডদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন তেমনি কোনস্থানে পর্ব্বত কোনস্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও সাঁকো ও জমীদারেরদের বসতবাটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাহ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডদেশের এতাবদোৎকর্ষের চিহ্নসকল তৎসহচর যুব রাজচন্দ্রকে [রাজারামকে] দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন রায় লণ্ডননগরে পঁহুছিলে দুই শত অতিশিষ্ট মান্য জন তাঁহার নিকটাগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন কিন্তু ক্ষেপে তাঁহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে তাঁহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এড্‌বার্ড হৈড ইষ্ট সাহেব কোন এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঐ সাহেব যে পার্লিমেণ্টের সুধারার বিপক্ষ তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। ঐ সাহেব তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন। পরিশেষে তাঁহার গৃহে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন।

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ শ্রীমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক কথোপকথনানন্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষপ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।…

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাঁহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা তাহার কারণ এইং প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহারং আবশ্যক তাহা ও তৎপ্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্ তাহা অবগত আছেন। এবং সংপ্রতিকার রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাঁহার বিজ্ঞতা আছে এবং যেং রূপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী এবং যাহাতে তাঁহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না এমত কোন প্রস্তাব করিবেন না এইপ্রযুক্ত তাঁহার পরামর্শ অনেকেরি অতিগ্রাহ্য হইবে। এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডদেশে গমন করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের অতিশুভসূচক অনুমান করিলাম।

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বারা যে নিষ্পন্ন হইবে এমত আমারদের বোধ নয় তদ্বিষয় শ্রীযুত রাজমন্ত্রিরা আপনারদের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানানুসারেই সম্পন্ন করিবেন···।

(১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত আনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের কর্তৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহা ভোজ প্রস্তুত হইয়া তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি বাহাদুরের সভাপতি ঐ ভোজে অধ্যক্ষস্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাজাপ্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি হইলে ঐ সভাপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে আহূত করিলেন পরে তিনি ঐ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোৎকীর্ত্তনানন্তর ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার যে সকল উদ্যোগ তৎপ্রস্তাব করিলেন। তৎপরে কহিলেন যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্যং অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়েরা যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

অতএব রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড দেশে কিপর্য্যন্ত মান্য হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্দারা সুগোচর হইবে···।

(২৯ অক্টোবর ১৮৩১। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের

কর্তৃক অতি সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাঁহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্‌স্‌নামক সম্বাদপত্রসম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনারা কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের মধ্যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়—বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের ১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া গেল যে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন। উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযুত ডুাক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে ঐ ডুাক অত্যন্তানুরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র শ্রীযুত অর্ল মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্দারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন তদ্দৃষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে ঐ বাদশাহের সৌভাগ্য সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে প্রমাণ হইল।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা বাবু রামমোহন রায়কে সম্ভ্রমার্থে একদিন ভোজন করান।

সেপ্তেম্বর, ৭। বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত রাইট আনরবিল চার্লস্ গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং শ্রীযুত তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

...ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উষ্ণীষ ও কাবা পরিধান করিয়া আগত হইলেন ঐ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্বর্ণমণ্ডিত।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৩২ । ৩ চৈত্র ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যুক অফ কম্বর্লেণ্ট শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের ব্যাপারের বিষয়ে তাঁহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব।

(২৪ মার্চ্চ ১৮৩২ । ১৩ চৈত্র ১২৩৮)

রাজা রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজস্বের নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্তেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদারপ্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্নকরা ও আদালতসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকরা ও তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসূচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন।

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন তাহাতে শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের মন্ত্রিগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের উকীল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোৎসবসময়ে ইউরোপের নানা রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়া গেল।

অতএব উক্ত রাজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সুফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে। এবং রামমোহন রায়ের ধর্ম্মাবলম্বনবিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই। ..

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২, জুন।—ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কীয় হৌস অফ কমন্সের প্রতি শ্রীযুত রামমোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহা কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশহওয়াতে এতদ্দেশীয় অনেক সম্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাঁহার উক্তিবিষয়ক অনেক বাদানুবাদ হয়।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়।—ভারতবর্ষীয় লোককর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকের মোকদ্দমার বিচারকরা এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টিস অফ পীসের কর্ম্ম করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত-হওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হয় তদ্বিষয়ক রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারে রিফার্মরপত্রে [২৭ জানুয়ারি] প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের উপকারকতা এই যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারতবর্ষের কি পর্য্যন্ত মঙ্গল। ঐপত্র অতি বাহুল্যপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং ঐ ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

বিলাতে অবস্থানকালে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্ত্তিত ইণ্ডিয়ান জুরী য়্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১) প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy on the Disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors" প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—বোম্বাই দর্পণসম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনশ্রুতি শ্রুত হইয়াছেন যে সংপ্রত্যাগত ইঙ্গলণ্ডহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর্ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কার্য্যার্থ নিযুক্ত হওনের সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে ঐ কৌন্সেলের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পাঁচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাদুরের চাকর তদ্ভিন্ন সাধারণ এক জন।

(৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত রামমোহন রায়।—আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা

বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডদেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় অনুরোধ করিয়াছেন।

(৯ মার্চ্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে উক্ত রাজা এইক্ষণে ফ্রান্‌স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিবেন।

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৩। ৪ চৈত্র ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়ের নূতন গ্রন্থ।—রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জমা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্বার্ত্তাবিষয়ক তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরদের শুশ্রূষা বোধে লণ্ডননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডননগরস্থ ভারতবর্ষীয় বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহারা বিজ্ঞবর এবং যাঁহারা ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা সকলই ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী।

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রস্থ জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে অবশ্য প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে ঐ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব তাবল্লোককর্তৃক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। রাজা আরো কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন

সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না কিন্তু হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা তাহা শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের ঐ জ্ঞান মিথ্যা এবং ভারতবর্ষীয় লোক যেমন সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কারাপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজা শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের অস্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে আমি ইঙ্গলণ্ড দেশে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা ছিল যে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে। পরে শ্রীযুত রাজা কহিলেন যে যদ্যপিও কোলব্রুক সাহেব অজরামর নহেন এবং তিনি যে চিরকাল বাঁচিবেন এমন ভরসা নাই তথাপি তিনি অবর্ত্তমান হইলেও তাঁহার গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাঁহার কীর্ত্তি ও সম্ভ্রম শত২ বর্ষ বিরাজমান থাকিবে। তথাপি ভরসা হয় যে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্ব্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন পুনর্ব্বার তদ্রূপ উপকার করিবেন।

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার নিয়ত আত্যন্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন।

অনন্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাসূচক কহিলেন যে উক্ত শ্রীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন ব্যক্তিকে আমি জ্ঞাত নহি।

পরে সকলেই ঐ প্রস্তাবে সুসম্মত হইলেন।

যাঁহারা রামমোহনের সমগ্র বক্তৃতাটি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে *Asiatic Journal*, May-Argust 1833, p. 224 পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সতীধর্ম্ম-নিবারণে বিলাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

সতীবিষয়ক।—১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্ম্ম অশাস্ত্র ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডার্হ বলিয়া শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল যে আইন নির্দ্ধারিত করেন তদ্বিরুদ্ধে সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার হিন্দু লোকেরা শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের নিকট যে আপীল করেন তাহা শনিবারে শ্রীশ্রীযুতের প্রিবি কৌন্সেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের সতীধর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ হন কি না এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।

* * *

আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিণ্টন মেং ড্রিঙ্কওয়াটর ও মেং মাকডোগলসাহেবেরা বিতণ্ডাকারী হইয়া প্রথমে লসিণ্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশাস্ত্রে লিখিত আছে…।

আগামি শনিবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চার্লস উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগ্‌ডন ও সরজেণ্ট স্পেঙ্কিপ্রভৃতি দ্বারা শুনানী হইবেক।

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ঐ কালীন উপস্থিত ছিলেন। ২৫ জুন।

২ জুলাই।

কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীযুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুক্ত লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্‌স বোর্ড অফ কাম্ট্রোলের সভাপতি ফাষ্ট লর্ড আফ দি এডমাএরেল্‌টি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইস ওএলেস্‌লি সর এল সেডওএল সর এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। অনারবিল উলিয়ম বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলের ক্লার্ক হইলেন এবং শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বের ন্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন…।

৯ জুলাই।

সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবার কারণ শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেম্বরে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেলের বৈঠক হইল…। রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন।…চন্দ্রিকা।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২—জুলাই, ১১।—শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে এই হকুমক্রমে সতীধর্ম্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয়।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা।—গত শনিবার [১০ নবেম্বর] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ

ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাষিত হইয়া অত্যাবশ্যক রূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব্‌ ডিরেক্টর্সকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্‌ বাহাদুর অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাঁহার ধন্যবাদ দেওয়া অতিকর্ত্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণেরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটূক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক…।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভার দলে ভঙ্গদশা।—শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্ম্মসভার দল ভঙ্গদশা প্রাপ্ত হইতেছে কেননা শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থে অশেষ যত্ন করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথা শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে শুনিতেছি আঁন্দুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে অতিঘৃণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্রীদাহিরা তাঁহাকে সতী দ্বেষী কহিয়া থাকেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান রামতনু রায় বরযাত্র হইয়া ঐ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন ঐ সকল সতীদ্বেষী ও ব্রহ্মসভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া মিত্র বাবু সতীদ্বেষিদলস্থ বরেতে কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি ব্রহ্মসভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত হইয়া চন্দ্রিকাকার ঐ বাবুর নামাঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত পত্র চন্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা ঢাক ঢোল বাজাইয়া হইয়াছে এবং মিত্র বাবু রাগ করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু কদাপি চুপ করিয়া থাকিবেন না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯)

.. শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনানন্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন।...চন্দ্রিকা।

ভগবতীচরণ মিত্র—বাগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র।

কেহ কেহ বলেন, রামতনু রায় রামমোহনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সচরাচর 'রামলোচন রায়' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে লেখা বৰ্দ্ধমানের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ভ্রাতা রূপে রামলোচন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি।

বৰ্দ্ধমান-রাজের সহিত মোকদ্দমায় রামমোহনের জয়লাভ

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়ের নামে বৰ্দ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দমা।—রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অনুবাদ দর্পণের এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে।—

সদর দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতার প্রবিন্সাল আপীল আদালত।

শ্রীযুত রাটরি সাহেবের সমক্ষে।

১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপেলান্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় রিস্পণ্ডেণ্ট আসামী।

দাওয়া। মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়া কিস্তিবন্দি খত সুদসমেত ১৫০০২ টাকা।

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে ১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্সল আপীল আদালতে নালিশ করেন। নালিশের কারণ এই।

আসামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাকি পড়াতে তাঁহার ৭৫০১ টাকা দেনা হইল ঐ টাকা বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্দি করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া এক কিস্তিবন্দি খত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিলা বৰ্দ্ধমানের জজ ও

ও রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকান্ত রায় ঐ টাকা না দিয়া বাঙ্গালা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে ঐ দেনা আসল ও সুদসমেত ১৫০০২ টাকা হইয়াছে। আসামীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিন্তু ঐ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদী তাঁহারদের নামে নালিশ করেন।

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিস্তিবন্দির খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৺পিতাঠাকুর রামকান্ত রায় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যদ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়া থাকিত তবে আমার স্থানে না করিয়া তিনি বর্ত্তমানেই তাঁহার স্থানে ঐ দাওয়া করিতেন। আমার ৺পিতাঠাকুরের উত্তরাধিকারিস্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক বিবেচনাপ্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্যহইতে নির্লিপ্ত হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতেও তাঁহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক্ অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহা দেওনের করার ছিল ঐ তারিখের পর সাত বৎসরপর্য্যন্ত আমার পিতা বর্ত্তমান থাকেন তাঁহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কিনিমিত্তে এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে দাওয়া করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্রকৃত নহে যদ্যপি যথার্থের ন্যায় স্বীকার করা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত বৎসরপর্য্যন্ত ঐ টাকার দাওয়া করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে। এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত। এই সুস্পষ্ট ত্রুটির বিষয়ে ফরিয়াদী যে ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহার প্রথম ওজোর এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাঁহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী স্বয়ংকে জিলার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় নাই। যে মৈত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে তিনি আপনার দাওয়ার টাকা চাহেন নাই তদ্বিষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্যকই নাই। দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা ১২১৮ সালে লোকান্তরগত হন তাহাও তের বৎসর হইল যদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর নিকটে উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যায্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকানা পান নাই ইহার বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন কোম্পানি বাহাদুরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাল রামগড় ও ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় বৎসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস

করিতেছেন হুগলিতেও তাঁহার বাটী আছে এবং বর্দ্ধমানের কালেক্টরী এলাকার মধ্যেও তাঁহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্তু ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাঁহার ভারি জমার অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাঁহার এই সকল বিষয় সম্পত্তি সুজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারো কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। এমত অন্যায় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ দুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অনুভব আরো ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর ভাগিনেয় [দৌহিত্র ?] গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের বাটীর দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোকগমনোত্তর রাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ আদালতে তিনি ঐ রাণীরদের উকীল হইয়া ফরিয়াদীর বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর সঙ্গে ঐ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে ঐ উকীল আসামীর পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব করিয়া থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী একেবারে তাঁহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফরিয়াদী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী ভরসা করেন যে তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাঁহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাঁহার এমত অসংখ্যক ধন আছে যে ঐ ক্রোধানুরূপ ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হইতে পারে না।

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুবাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া অধিক কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আসামীর পিতা তাঁহার অতিসম্ভ্রান্ত মোস্তাজের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। যখন২ তাঁহার স্থানে কিস্তিবন্দির টাকা কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাঁহার মরণোত্তর ঐ টাকার দাওয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী জগমোহন রায়ের নিকটে করা যায় এবং তাঁহার মরণোত্তর তাঁহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের স্থানে করা গেল কিন্তু তাঁহারা উভয়েই নানা ওজোর ও টালমাটাল করিয়া টাকা দিলেন না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্মৃত হইয়া এইক্ষণে ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের দাওয়াকরণার্থ ষাইট বৎসরপর্য্যন্ত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে অতএব ঐ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে।

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই জওয়াবলজওয়াবে পুনর্ব্বার লিখিতেছেন অধিকন্তু এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল স্বীয় উদ্যোগেই টাকা উপার্জন করেন এবং যদি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির

কিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্ত না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহারানুসারে কোন প্রকারেই এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে।

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইস্তাহারনামা তাঁহার নামে বাহির হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা হাজির হন নাই।

প্রবিন্স্যল আদালতের জজ শ্রীযুত ব্রাউন সাহেব অতিমনোযোগপূর্ব্বক তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর রামকান্ত রায় ছয় বৎসরপর্য্যন্ত জীবদ্দশায় থাকিতে ফরিয়াদী তাঁহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর ফরিয়াদী যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাঁহার উপর কখন কোন দাওয়া হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব সুদ দেওয়া কখন হইতে পারে না। দুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২১৬ অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হয় তৎপর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅনুসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইল।

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন।

ঐ আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক এই হুকুম করিলেন। অদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকদ্দমায় প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিয়াছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্দমার উপরেও খাটে অতএব ঐ২ হেতুতে প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় আদালতের খরচাসমেত আপেলাণ্টের মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।

বিষয়-সম্পত্তি লইয়া রামমোহন রায়কে অনেকগুলি মোকদ্দমা-মামলায় জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এ-সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে (১৯৩১ আগষ্ট, পৃ. ১৫৩-৭৯) প্রকাশিত আমার "A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে রামমোহন

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেন্টীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহ।—শ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত দ্বিতীয় আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্তু

ঐ সকল কারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বসনীয় তাহা এই যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্য্যন্ত বোধ তাহাতে দৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দ্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজ-পরিজনেরদের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট ঐ জায়গীরের সরবরাহ কর্ম্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্যেরদিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া দিলেন। এইক্ষণে ঐ ভূমিতে অধিক টাকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ্ ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজ-মন্ত্রিরদের অভিযোগ করিয়াছেন।

(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

দিল্লীর বাদশাহের দরবার। রাজা রামমোহন রায়।—কিঞ্চিৎকাল হইল শ্রীযুত বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং ঐ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খাঁর পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুন্য আছে সংপ্রতি এক দিবস তাঁহারা বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর অনেক কটূকাটব্য করিলেন। ঐ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলণ্ড দেশ গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা ঐ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব কেবল এতদর্থই আমরা ঐ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। ঐ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে কথা প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে। রাজা সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছল্যরূপেই ঐ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্য এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি কেবল আপনার কার্য্য দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অত্যন্ত রাগজ্বালিত হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অতিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়াযিস খাঁর এক জন চাকর ছিলা পরে ঐ মুনীবকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ তুমি ৭০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইয়াছে।

(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়।—গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে

কেবল শ্রীযুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাদ্যে রাজা পদ না লেখা কেবল অনবধানতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তদুপাধিক নামে গৃহীত হন।

রাজা রামমোহন রায় উকীলস্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগরা আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় ঐ প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে দিল্লীর দরবারের খোজা ঐ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি ঐ টাকা রাজাজী লইয়াও থাকেন তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল তদুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে রাজাজীকর্তৃক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাঁহার ইহাও কর্ত্তব্য যে ঐ উক্তিও খোজার। অস্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলণ্ডদেশগত হইয়া উক্ত বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন।

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং দিল্লীর রাজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশ্রূষা হইবে। তাহাতে বোধ হইল যে দিল্লীর দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইহারাই মোঙ্গলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্য্য চালাইতেছেন কথিত আছে যে তাঁহারা আপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ ঐ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত সংখ্যক টাকার অর্দ্ধেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাদুর তাঁহার প্রতি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃস্বস্রীয় ও পিতৃস্বস্রীয় ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমুর বংশ্য হইয়াও এক জন মসালচির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২

পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরো কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুর্বিধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের মাসে অন্যূন ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই ঐ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে। তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইঙ্গলণ্ড দেশে থাকনের তাৎপর্য্য এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া ঐ উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই প্রবর্ত্তন নহেন তদ্বিষয় তাঁহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক উপাধি প্রদান।—কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত দিল্লীশ্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিদ্বিরক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে মফঃসল আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল।…

অপর ঐ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের অনেক নির্ভর আছে। তদ্বিষয় ঐ পত্রে লেখে যে ঐ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এইক্ষণে লণ্ডন নগরে বর্ত্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন যে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্ব্বে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন রায়ের দ্বারা তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—মফঃসল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর শ্রীযুত রেসিডেণ্টসাহেব শ্রীশ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে ঐ সম্বাদসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন।

অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলস্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে গমন করিয়াছেন তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল কহা যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের উপকার দর্শিয়াছে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—২০ আগস্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ লক্ষ টাকা দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে যে তাঁহার বিলাতে গমনের খরচা কোম্পানি দেন।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩৪। ২৩ ফাল্গুন ১২৪০)

দিল্লী।—অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত যুবরাজ মির্জ্জা সিলিং ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইঁহার উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহ্নব করিবেন না।

(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১)

দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি।—...আমরা কোন ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্ত্তন বর্দ্ধন করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে ঐ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধি।—উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া ৺প্রাপ্ত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তিনি ঐ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে উত্তরকালে ঐ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের প্রতি আর কোন দাওয়া না করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ৪ বৎসরঅবধি উক্ত প্রকার মুশাহেরা বৃদ্ধি স্থির করিয়াছেন কিন্তু অবগত হওয়া গেল যে কেবল বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার

দান আরম্ভ হইবে। দিল্লীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে রাজবংশ্যের নিমিত্ত যত টাকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে রামমোহন রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবেন।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

রাধাপ্রসাদ রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র যে কোম্পানি বাহাদুরের কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে ঐ বাবুর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় কহেন পোষ্যপুত্রের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ এই দুই বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ অলজ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার পেনসিয়নেতে যাহা বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও তদর্থে অনেক দিবস পর্য্যন্ত দিল্লীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বোধ হয় তাঁহার আশা সফল হইবেক না ঐ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন এবং বোধ হয় এইক্ষণে সম্ভ্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা কেবল বাদশাহের সম্ভ্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাকা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন কিন্তু বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা একেবারেই নিরকাঙ্ক্ষ হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

এ সম্বন্ধে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

✓ রামমোহনের মৃত্যু

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে গত শনিবারে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসম্বাদ কলিকাতায় পঁহুছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি পীড়িত হইয়া ইঙ্গলণ্ড দেশের বৃশ্চলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে অতিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবেরা চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখে তাঁহার লোকান্তর হয়।

(১ মার্চ্চ ১৮৩৪। ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ।

কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল।
কালরূপ ভাস্করের করে শুখাইল॥
বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দ শাস্ত্র করে হাহাকার॥
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত।
দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত॥
বেদ উপনিষদের ঘুচিল সূচনা।
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা॥
ইঙ্গলণ্ডীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি।
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি॥
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচার্য্যবিহীন।
হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন॥
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্ব্বশাস্ত্রে অতি।
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি॥
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি।
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি॥
বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্গলণ্ডীয় দেশে।
রবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে॥
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রাঙ্কিত।
তদ্দৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত॥

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের ষ্টেপণ্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাঁহার পোষ্যপুত্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইঙ্গলণ্ডীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন।

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।—কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলান্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়েরা তাহা অমূলক

বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় ঐ সকল ইঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা যাহার নিকট শুনিয়াছেন সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই থাকুক কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়া এ বিষয়ে প্রকাশ করিলাম,··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১২ এপ্রিল ১৮৩৪। ১ বৈশাখ ১২৪১)

রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবিবরক।—রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণ নর দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন ধারণ কুশাসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর ন্যায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীপ্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত প্রধান শিষ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পত্র লেখেন তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক··· এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য এখানে বর্ত্তমান আছেন তিনি ঐ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং যথাকর্ত্তব্য তাবৎ কর্ম্মের ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিষ্য অবশ্য পোষ্য বশ্য এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন।···রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটীহইতে কলিকাতার বাসায় আসিয়াছেন তাঁহাকে হরকরাসম্পাদক মহাশয় এক চিঠি লিখুন যে তুমি হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিনা তিনি এই পত্রের যে উত্তর লিখিবেন হরকরা মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্ব্বসাধারণের নিকট কে মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক।... —চন্দ্রিকা।

(২৬ মার্চ্চ ১৮৩৪। ১৪ চৈত্র ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎসুক হইবেন।

পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমরা ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টা-সময়ে টৌনহালে ৺প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি।

জেমস্ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লৌডন। রসময় দত্ত। ডবলিউ এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল

ক্লার্ক। রষ্টমজি কওয়াসজি। আর সি জিনকিন্স। ডি মাকফার্লন। এ ত্রয়র। এচ এম পার্কর। ডবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উইলিয়ম কর হরি। ডবলিউ কার। সি ই ত্রিবিলিয়ন। ডেবিড হার। মথুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্দ্র দাস। জি জে গার্ডন। জেম্‌স সদর্লণ্ড। সি কে রাবিসন। ডি মাকিণ্টায়র। ডবলিউ এচ স্মৌল্ট সাহেব।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৮ চৈত্র ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি গুণগণ যাহাতে উপযুক্তমতে চিরস্মরণীয় হইতে পারে তদ্বিবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে তাঁহার বন্ধুগণ টৌনহালে এক সভা করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি হইয়া অত্যন্ত বাক্‌পটুতাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণসকল স্থানাভাবপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ করিতে পারিলাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকার্য্যে নিযুক্ত আছি ইহাঅপেক্ষা অধিক অনুরাগ বা সম্ভ্রমের কার্য্যে কখন নিযুক্ত হই নাই।

তৎপরে শ্রীযুত পাটন সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও পরহিতৈষিতা গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্যা বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদের অবস্থার সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ যে বহুতর উদ্যোগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়েরা যে মহানুভব করেন সেই অনুভব যে উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজা রামমোহন রায়কে চিরস্মরণীয় করা উচিত এমত আমারদের বোধ হয়।

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম বক্তৃতাপূর্ব্বক পোষ্টিকতা করিলেন এবং সকলই তাহাতে সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত টর্টন সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন তাহা এই যে।

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাঁদা করা যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃবর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাঁহারা স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে।

তৎপরে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন।

তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং তাবৎ ভারতবর্ষহইতে চাঁদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে তাঁহারা স্বাক্ষরকারিরদের এক বৈঠক করিয়া তাহার শেষ করিবেন।

সার জন গ্রাণ্ট। জন পামর। জেম্‌স পাটল। টি প্লৌডন। এচ এম পার্কর। ডি মাকফার্লন। টি ই এম টর্টন। রষ্টমজি কওয়াসজি। মথুরানাথ মল্লিক। জেম্‌স সদর্‌ণ্ড। কর্ণল ইয়ং। জি জে গর্ডন। এ রাজর্স। জেমস্ কিড। ডবলিউ এচ স্মোল্ট। ডি হের। কর্ণল বিচর। দ্বারকানাথ ঠাকুর। রসিকলাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল।

শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম ঐ বৈঠকের সময়েই পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদায় স্বাক্ষর হইয়াছিল।

এই সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক যে বক্তৃতা করেন তাহা ১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাসের 'এশিয়াটিক জর্নাল' পত্রে Asiatic Intelligence—Calcutta বিভাগের ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪। ১২ বৈশাখ ১২৪১)

ইঙ্গলিশমেন সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ চাঁদার যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৮০০০।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪। ১৯ বৈশাখ ১২৪১)

রাজা রামমোহন রায়।—৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	...	১০০০
মথুরানাথ মল্লিক	...	...	১০০০
রষ্টমজি কওয়াসজি	...	...	২৫০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	...	১০০০
রায় কালীনাথ চৌধুরী	...	...	১০০০
রামলোচন ঘোষ	...	...	১০০
রমানাথ ঠাকুর	...	...	২০০
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	...	১০০
চন্দ্রমোহন চাটুয্যে	...	...	৫০
মথুরানাথ ঠাকুর	...	...	৫০
দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে	...	...	৫০
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	...	...	২
অখিলচন্দ্র মুস্তোফী	...	...	৫
চন্দ্রশেখর দে	...	...	১৬
ক্ষেত্রমোহন মুখুয্যে	...	...	৮
ভৈরবচন্দ্র দত্ত	...	...	৮
রাধানাথ মিত্র	...	...	৩০

প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড	...	...	৪
রামগোপাল ঘোষ	...	...	১৬
ভোলানাথ সেন	...	...	১০
বেণীমাধব ঘোষ	...	...	৫
পূর্ণানন্দ চৌধুরী	...	...	৫
কৃষ্ণানন্দ বসু	...	...	৫
মধুসূদন রায়	...	...	৫
গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	...	...	২
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	...	...	৫
বলরাম সমাদ্দার	...	...	১০
আনন্দচন্দ্র বসু	...	...	৫
গোমানসিংহ রায়	...	...	৫
কালীপ্রসাদ চাটুয্যে	...	...	৫
নন্দকুমার ঘোষ	...	...	২
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র	...	...	২
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র লালা	...	...	৫
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার	...	...	৫
নিমাইচরণ দত্ত	...	...	২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৫০০
পূর্ণানন্দ সেন	...	...	৫০
মদনমোহন চাটুয্যে	...	...	২৫
রামপ্রসাদ মিত্র	...	...	৫
রামচন্দ্র গাঙ্গুলি	...	...	২৫
কালীপ্রসাদ রায়	...	...	৫
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	...	...	৫
অক্ষয়চাঁদ বসু	...	...	১০
রামরতন হালদার	...	...	৫
বংশীধর মজুমদার	...	...	৫
অভয়াচরণ চাটুয্যে	...	...	২
কৃষ্ণমোহন মিত্র	...	...	৫
বলরাম হড়	...	...	১৬
রামকুমার ঘোষ	...	...	৪

গোকুলচাঁদ বসু	...	...	৪
নবীনচাঁদ কুণ্ড	...	...	১০
গঙ্গানারায়ণ দাস	...	...	৫
ব্রজমোহন খাঁ	...	...	২৫
গঙ্গাচরণ সেন	...	...	৫
নবকুমার চক্রবর্ত্তী	...	...	৩
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা	...	...	২
রামচন্দ্র মিত্র	...	...	২
রামতনু লাহং	...	...	২
তারাকান্ত দাস	...	...	২
বিশ্বনাথ মতিলাল	...	...	১০০

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

রাজা রামমোহন রায়।—অবগত হওয়া গেল যে ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নিৰ্দ্ধাৰ্য্যকরণার্থ যে চাঁদা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চিরস্মরণার্থ যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা পদ নিৰ্দ্ধাৰ্য্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে তাঁহার চাঁদায় শ্রীলশ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন।—কুরিয়র।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৪। ২৩ আশ্বিন ১২৪১)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ইহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবিকা বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা লইতে এবং অতিরিক্ত দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ন্যূনাধিক বার মাস হইল তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্তর-হওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই সুতরাং ঐ টাকাই লইতে হইল।

রাজারাম রায়

(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২)

রামমোহন রায়ের পুত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোর্ড কন্ট্রোলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর জন হবহৌস সাহেব ৺ রামমোহন রায়ের পুত্রকে ঐ আপীসে ক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২১ মে ১৮৩৬। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

৺রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ।—কিয়ৎকাল হইল ৺ রামমোহন রায়ের যে পুত্র বোর্ড কন্ট্রোলে মুহরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযুত সর জন হবহৌস

সাহেবকর্তৃক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারত বর্ষের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের তুল্যরূপে গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহা এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল। এই যুব ব্যক্তি যখন বোর্ড কন্ত্রোলে কর্ম্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রকাশ ও স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের দ্বারা স্বীয় কার্য্য এমত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান ব্যক্তিকর্তৃক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন। দি ওয়াচম্যান জানুয়ারি, ১৪।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

রামমোহন রায়ের পুত্র।—শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকর্তৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডদেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার নাম রাজা তিনি ৺রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু তিনি ঐ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাঁহার চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে ঐ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ডিক সাহেবকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের অতি প্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাঁহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। —আগ্রা আকবর।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

৺রামমোহন রায়ের পুত্র।—গত ১০ আগস্ত তারিখের ইঙ্গলণ্ডীয় এক সম্বাদপত্রে লেখে রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে স্কটলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনডাক [Lord Lyndock] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটীর নিকটবর্ত্তি আশ্চর্য্য বিষয়সকল দেখাইলেন। ঐ সম্বাদপত্রে লেখে রায়জীর পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ কএক বৎসরাবধি ইঙ্গলণ্ডে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছেন।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।...৺প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুত্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কান্ত্রোলের আফীসে তাঁহাকে কেরাণিগিরি কর্ম্ম দেওনার্থ প্রস্তাব হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র।—এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশ

হইতে পঁহুছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব ব্যক্তিকে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা নিতান্ত অসম্মত হইলেন।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩৮। ২৮ আশ্বিন ১২৪৫)

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত।—অসাধারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বর্ত্তমান মাসে শ্রীলশ্রীমান মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে নৃত্যগীতাদির আমোদ করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ন জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান বংশ্যদিগকে আহ্বান করেন ইঁহারা শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকর্ত্তৃক আদৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর্রা প্রাপ্ত্যনন্তর সকলে কুতূহলে স্বস্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমরা যাঁহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলক্ষে আগমন করেন তাঁহার দিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

…কাপ্তান মার্সাল সাহেব থের সাহেব রিচার্ডসন্ সাহেব…শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও রাজা রাম রায় ও বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বলরাম দাস এবং তদ্ভ্রাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গলী ও বাবু রামধন সেন এবঞ্চ বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি।

রাজারাম রায় সম্বন্ধে সমসাময়িক আরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Rammohun Roy's Adopted Son.—Not Radhapersaud Roy, the son, but the adopted son, of the late Rajah Ram Mohun Roy, whose name we cannot at present call to memory, but whom Sir John Cam Hobhouse nearly succeeded in getting appointed to the Civil Service, has been appointed, by Mr. Henry Torrens, to fill the office of an Examiner in the Secret and Political Department, on a salary of two hundred rupees a month.—*Bengal Herald*, May 31. (Cited in the *Calcutta Courier*, June 1, 1840).

The Week—…It was Rajaram and not Romapersad who went England and was provided a covenanted office by Sir John Hobhouse. But Civilian feeling then ran high and Rajaram was obliged to eke out his existence with the small emolument of a keranee in the Foreign Secretariat. Rajaram was the foster-son of Ram Mohun Roy and embraced Christianity.—The *Hindoo Patriot* for February 3, 1862.

রাজারাম রায় যে রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান, সে-সম্বন্ধে বলবৎ প্রমাণ আছে। যাঁহারা এবিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ ও আলোচনা (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, পৃ. ২১৯-২৯ ; চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪৩-৪৭) পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' হইতেও আমার মত সমর্থিত হয়।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

ইঙ্গলণ্ডদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।—আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গদেশীয় নিষ্কর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়া শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে ঐ আইনের আপীল করিতে ইঙ্গলণ্ডদেশে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্‌তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লণ্ডননগরে প্রকাশিত টাইম্‌সনামক সম্বাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে নিষ্করভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আদালতে তোমারদের নিষ্কর ভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ না হইলে কদাচ বেদখল হইবা না কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই বিবেচনা মতে ঐ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা না হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাঁহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ বা মতান্তরকরণের আমি কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া ঐ ভূমিভোগিব্যক্তিরা বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্‌তারের ন্যায় কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লণ্ডননগরে পঁহুছিয়া তাঁহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোর্টে নিবেদন করিলেন কিন্তু কোর্টের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এবং তাঁহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ তাঁহারদের এক জন ভারতবর্ষীয় প্রজা স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটী পরিজনাদি ত্যাগ করিয়া সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় সমূলক কি অমূলক ইহার কিছু তত্ত্বাবধারণ না করিয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের বিষয়ে ভিন্ন২ লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি ঐ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোর্টের সাহেবেরদের তাহা গ্রাহ্যকরণের রীতি নাই।…—বোম্বাই দর্পণ।

(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০)

ইঙ্গলণ্ডদেশে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ।—… গত সোমবারের হরকরা পত্রে ঐ আইন রদহওনের প্রার্থনা করণার্থ শ্রীলশ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে

বেহার ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশ নিবাসিরা যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অদ্যপর্য্যন্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়।—এপ্রদেশহইতে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এই নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদার-প্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল হিন্দু ধার্ম্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তুত হয় নাই এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায়নামক কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই।

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকানা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা করিয়া ঐ আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ্য হইল সুতরাং ঐ দীনহীনের নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি বল এতাদৃশ আশঙ্কা তাঁহার থাকিলে কি জন্য এমত আরজী প্রস্তুত করাইবেন। উত্তর, যদি লাখরাজ বিষয়ক মোকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষ হইতে

পারেন তাহা হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন না এই বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা হইল না কিন্তু যদ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাহ্মণ কি অন্যান্যবর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাস্পদ দিলেও ধার্ম্মিক হিন্দুরা জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করেন না।··· —চন্দ্রিকা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু···চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই চন্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ সাক্ষর করে নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল না তবে যদি এমত বিবেচনা করিয়া থাকেন স্বয়ং ধনোপার্জনে অক্ষম পিতার উপার্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে ছলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিম্বা দুই চারি বৎসরহইতে করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তদ্ভিন্ন অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চন্দ্রিকাকারের সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিম্বা স্বয়ং চন্দ্রিকাকার ভূমিশূন্য জমীদার আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাতেও সত্যবাদিত্বের হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সান্যাল এবং শ্রীযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন চন্দ্রিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইহাঁরা জমীদার ও মান্যের মধ্যে গণ্য না হইবেন।··· কস্যচিৎ তালুকদারস্য।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ১২ পৌষ ১২৪২)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।—

১৫ দিসেম্বর।

শ্রীযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শম্ভুচন্দ্র) রাজা রামমোহন রায়ের পাচকরূপে বিলাতে গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তিনি একখানি চিঠিতে নিজকে "রাজা রামমোহন রায়ের ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটরী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে "রায় বাহাদুর" হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গবর্মেণ্ট হাউসে যাইবার জন্য একবার লেডী বেণ্টিঙ্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য ২৪-পরগণার জজ—সুর সাহেব বড়লাটের নির্দ্দেশে লিখিত একখানি সুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন।

রামরত্ন ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। হুদা ঈশানপুর খাসমহল তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে আলস্যপরায়ণ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে অজ্ঞ—এই অপরাধে তাঁহার চাকরি যায়। (*Board of Revenue Cons. 20 Feby. 1838*, Nos. 160-62; *25 Aug. 1841*, No 33. *13. Dec. 1844*, No. 30.)

ধর্ম্ম

ধর্ম্মকৃত্য

(১৩ নবেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কার্ত্তিক ১২৩৭)

রাসযাত্রা।—এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে ঐ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে গমন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্বিষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতুক পূর্ব্বদিকস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ বিবি ও সাহেবলোকেরা গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্থানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে ঐ বাবু তাঁহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্ভিন্ন নীচের তলাহইতে বহুবাদ্যকরকৃত অতিসুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকেরদের সন্তোষার্থ বাঙ্গালা নাচ হইয়াছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাঁহার বাটী কলিকাতা ও বারাকপুরহইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খৃষ্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শ্রুতহওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক২ সাহেব ও বিবি সাহেবেরা কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে অতিগুণাকর শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্বান্ধব শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন ঐ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণ-সময়ে তাবন্নিমন্ত্রিত মান্য লোকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কস্যচিজ্জ্বঞ্জনস্য।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত আর সি হলকট সাহেবের সুবিচারকতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি···।

উলাগ্রামনিবাসি শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীশ্রী ৺ শ্রীধর ঠাকুরের বহু কালাবধি দ্বাদশযাত্রাদি করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে রথযাত্রা মহোৎসবার্থ যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নির্ম্মিত আছে উক্ত যাত্রোপস্থিত হওয়াতে ঐ বাটী পরিষ্কার অর্থাৎ মেরামৎকরণোদ্যোগে তৎপিতামহ ভ্রাতা শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশীতিবর্ষবয়স্ক ঐ যাত্রা মহোৎসব ভঙ্গকরণোদ্যুক্ত হইয়াছিলেন যে যাত্রাতে দশ দিবসপর্য্যন্ত ন্যূনসংখ্যা অহরহঃ পঞ্চসহস্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদান ও ধনদান ও হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে ঐ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার ধর্ম্মাবতার সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রীযুত অনুগ্রহপ্রকাশে এবং ধর্ম্মরক্ষণার্থে উক্ত বাবুর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক গ্রামের ভদ্র২ প্রধান জমীদার ও ধার্ম্মিক লোকেরদিগের প্রমুখাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণকরত অতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া ঐ চান্দনীবাটী বামনদাস বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন আমরা গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার অতিশান্তমূর্ত্তি প্রিয়ভাষী এবং নানা বিদ্যাতে পারদর্শী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্ব্বত্র হইলে প্রজালোকের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বামনদাস বাবুর এই ধর্ম্মক্রিয়া বজায় রাখিতে উলাগ্রামের তাবল্লোকই শ্রীযুতকে ধন্যবাদ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে শ্রীযুত অচিরাতে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়া থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা যাঢ়স্য ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়া।

শ্রীসদাশিব তর্কালঙ্কার শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ শ্রীশিবসেবক তর্কবাগীশ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতয়ঃ।

উলার পণ্ডিত-শিরোমণি সদাশিব তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ১৮৫১, ১৪ জুন (১ আষাঢ় ১২৫৪) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' পাই :—

"উলা নিবাসি পণ্ডিত শিরোমণি ৺সদাশিব তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহোদয় ৮৯ বৎসর পৃথিবী মধ্যে ঋষ্যাদির ন্যায় কালক্ষেপ করণ পূর্ব্বক দুই পুত্র ও ৩ পৌত্র রাখিয়া কিয়দ্দিবস সুরধনী তীরে বাস করত ৫ জ্যৈষ্ঠ দিবা ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন ঐ পণ্ডিত চূড়ামণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্ধকার হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন, এমত মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত না লিখিয়া কোন মতে শোক নিবারণ করিতে পারিলাম না, তেঁহ স্মৃতিশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ ছিলেন এবং অনেক ছাত্রগণ তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করণানন্তর অধুনা অধ্যাপনা করিতেছেন, ইদানীং ঐ মহামহোপাধ্যায়ের চক্ষুস্তেজ রহিতহওয়াতেও যেসকল ব্যক্তিরা তাঁহার নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা দায়ক হইতেন, শাস্ত্র যেন মুখাগ্রে ও এমত স্মারকতাশক্তি ছিল অনায়াসে কহিতেন অমুক ব্যবস্থা এত সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যতায় হইত না, পীড়িত হইয়াও ব্যবস্থা দিয়াছেন, এক দিবসের নিমিত্তে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জ্জল আপনি করিতে কহিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,...ইতি তাং ২১ জ্যৈষ্ঠ। উলা নিবাসি জন গণানাং।"

(২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১)

রথযাত্রার যেপ্রকার আড়ম্বর কলিকাতা নগরে হইয়া থাকে এ বৎসর তদপেক্ষা ন্যূন হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ মাঝের রাস্তা দিয়া যাইতে পোলীসহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য রাস্তায় লইয়া যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অল্পতাবোধে এমত জনরব হয় যে এ বৎসর রথের আড়ম্বর অন্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই। তন্মধ্যে এ বৎসর রথের নূতন এই সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ এক নূতন রথ নির্ম্মাণ করিয়া আত্ম মাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন ঐ রথ দীর্ঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পতা হয় নাই অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যং প্রসিদ্ধ স্থান নিবাসি স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারদিগের বিদায়ও বিলক্ষণরূপ হইয়াছে ফলতঃ নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকেরদের বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা এক ঘড়া হইয়াছিল এতদনুসারে পাত্রবিশেষে তাবতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রথে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—চন্দ্রিকা।

(২৮ মার্চ্চ ১৮৪০। ১৬ চৈত্র ১২৪৬)

হুলির উৎসব।—বর্ত্তমান কালীন হুলীর উৎসবে নানা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল। পরে তাহারা অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্ব্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্ত বর্ণ হইয়া এবং নানা কুৎসিত গান করত পথেং বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।...

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

চড়ক পূজা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থ যদ্যপি কএকটি কথা শুদ্ধ করিয়া আপনার দর্পণে অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল অন্তরে রখিব।

আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাহ্মণ নিবাস কালীঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি অর্থাৎ সরা ধরিয়া খাই হিন্দুরা যদ্যপি আপন ধর্ম্মচ্যুত হন্ কিম্বা দেশাচার রহিত করেন তবে আমারদিগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়ায় প্রাতে শ্যামা পূজার রাত্রে মহাষ্টমী পূজার দিবসে ইত্যাদি পূজা পার্ব্বণে যাহা প্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবলি প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্থুল কথায় আমরা

বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিঙ্গি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক পূজাবিষয় নিবারণার্থে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমারদিগের আবশ্যক অতএব বলি আমারদিগের ধর্ম্মবিষয়ে কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন বিষয় নিবারণ আবশ্যক যখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির উচিত যে আপন মত লিখিয়া তাবৎ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত ঐক্য কারণ প্রেরণ করেন কিম্বা পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন তাহাতে সকলের মত ঐক্য হইলে ঐ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু এরূপ না করিয়া সহসা দেশাধিপতির নিকটস্থ হইয়া শাসনদ্বারা আপন দেশের নীতি লঙ্ঘন কারণ চেষ্টা পাওয়া কি বিবেচনা। সন্ন্যাস ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্তু এই ছোট লোকের মধ্যে শিবালয় কাহার আছে গাজন কএক জনা উঠাইয়া থাকে সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোট লোক গিয়া কেহ বা মানত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যাদি সন্ন্যাস করে অতএব যদ্যপি ঐ গাজনওয়ালা মহাশয়েরা গাজন না উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে ছোট লোক কোথায় চড়ক গাছ পায় যে চড়ক করে এমতে ঐ বৈঠক কালে সকলে ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্ন্যাস ব্যাপার উঠিয়া যাইতে পারে দেশাধিপতির শাসন মত আইন আবশ্যক রাখে না যদি বলেন প্রাচীন ভাগ্যবান ভদ্রলোক নির্ব্বোধ ইহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এঁহারা নব্য সাম্প্রদায়িক বাবুদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া মত ঐক্য করিবার উপযুক্ত পাত্র নন তবে তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ সে কথায় নব্যদিগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ সকলেই নির্ব্বোধ ছিলেন নব্যদিগের যে মতে বিদ্যা পাইয়া উৎপন্ন বুদ্ধি পাইয়াছে সে উপায়ের নাম তাহারদিগের পিতৃ পিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোন পার্ব্বণ আহ্লাদ ছাড়া নাই এবং প্রত্যেক লোকের আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তায় নৃত্য করিয়া যায় সেই তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা দেখিয়া রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্তু অনেক পার্ব্বণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্যে নৃত্য করিয়া গীত গাইয়া বেড়ান তাহাতে অন্য জাতি হাস্য বিদ্রূপ করে অপর পরস্পর সকলেই এক এক রকম আহ্লাদের দিন ও সময় আছে সেই মত তাহারা আহ্লাদ করে ইহাতে এক জন অন্যকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচার অপরের দোষ মোরা দিই অনায়াসে সেই দোষ আপনাতে দোষ নাহি ভাসে।—কালী পুরোহিতস্য।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩। ১৬ বৈশাখ ১২৪০)

গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান।—দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন যে পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য এবং বহুকালাবধি ইঁহারা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন তদ্দ্বারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন যে সকল ভ্রমণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ঐমত বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বধারাকরণে অনুকূল হন তবে হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক গুরুতর।

উপরে যাহা বর্ণন করা গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে এতদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শান যায় ও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিযথার্থ বোধ করে।

কিন্তু গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তিকরাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতুক চরকপূজার বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুসময় বটে। চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়-পার্শ্বের বাটীর বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দলসকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্যসহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশ বাঁকারি ও কাগজমণ্ডিত একটা পাহাড় নির্ম্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল তদুপরি একটা প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্ম্মিত হিন্দুর দেবতারা ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাসা এই আছে যে কএকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল তৎপরে একখান ময়ূরপঙ্খী দেখা গেল তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নির্ম্মাণ হয় মুখটা ময়ূরাকার তাহাতে নানা চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাদ্যকরত দাঁড় ফেলিতেছিল। তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেটা প্রকাণ্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে২ ঘণ্টা করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবায় অন্য এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু ঐ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল।

পদপূজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুদ্র২ বস্তু লইয়া

রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে চাপড়াচাপড়ি মারামারি বড়ই পড়িয়া গেল কিন্তু তাহারদের লম্বা অথচ শ্বেতবর্ণ গোঁপ দৃষ্টি করিয়া তাহারা যে কর্ম্মের কর্ম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয়া আমরা অধিকন্তু আহ্লাদিত হইলাম তাহা এপর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে দেখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজনা করিয়া থাকে তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল। এক খান চিত্র বিচিত্র করা ভাণ্ডিওয়ালা তক্তার উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল তাহা বেহারা লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারারা তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল এবং তাহার দৃষ্টি কেবল চতুর্দ্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই। ঐ ভাক্তযোগির নয়ন একবার বারান্দাস্থ স্ত্রীলোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব সংটার বড়ই তামাসা হয়। ঐ ভাক্তলোকধারি তক্তারামা এমন স্বদৃশ্যরূপে ঘূর্ণিত হয় যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ্ একবার ওদিগ্ দেখা গেল তৎপরে বৈরাগির দল আসিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে পারিবেন তাহা এই যে হিন্দু সন্যাসি সাংসারিক ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগে মগ্ন হন ঐ সং একটা মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে নানা ছাপার চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের ঝুঁটি এবং যোদ্ধারা যেমন রাগান্বিত হইয়া আস্ফালন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ্ ওদিগ্ ফিরিতে লাগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় অস্ত্রধারী হইয়া নিত্যানন্দধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষসুখ। সাংসারিক লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শস্ত্রধারীও বিবিধরূপে প্রস্তুত হইয়া স্বর্গে গমন না করিয়া রাস্তারূপ স্বর্গে আসিলেন। যোগবাক্যে বিরত ঐ বৈরাগিগণের মধ্যে এক জন এমত এক প্রস্তাব করিলেন যে সে অতি মনোরঞ্জক ইহাতে তাঁহার সহিত কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের পরমাহ্লাদে আপনারা নিমগ্ন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৩। ৯ বৈশাখ ১২৪০)

চৈত্রোৎসব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাস্ত্র ইহা ভূয়োঽ লিখিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কর্ম্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্ব্ব রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে। এই সম্বাদে আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়রা সন্তুষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্ব্বে এমত জনরব হইয়াছিল যে চৈত্রোৎবের বাণফোঁড়া চড়কপ্রভৃতি কর্ম্ম সকল হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের প্রার্থনানুসারে

গবর্ণমেণ্ট নিবারণ করিবেন এবং কিম্বদন্তী দ্বারা জানা গিয়াছিল যে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর্ম্ম রহিতকরণে প্রজার মনঃপীড়া দিয়া রাজা অপযশঃ লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব। ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতী-নিবারণের আইন প্রকাশজন্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার বিদ্যা ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারা যত্নবান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয় হয় না। উত্তর কদাচ নহে তৎপ্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক ইহাতে প্রায় দুই শতাধিক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া থাকিবেক তাহারা তদাচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা সকল স্ব২ ধর্ম্ম যাজন করিয়া সুখে থাকে ইহাতেই রাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়েরা এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক হন তবে গবর্ণমেণ্টকে ক্লেশ না দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক ধর্ম্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ পাইয়াছে যে দুর্গোৎসবাদি প্রতিমা পূজা না হয় পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক রহিত করে সজ্ঞানপূর্ব্বক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মর্য্যাদা উঠিয়া যায় সস্ত্রীক হইয়া সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে এই এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাঁহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া এই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন কেন না কিম্বদন্তী আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" যেমন শ্রীযুত রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না এবং অন্য২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন তদ্দৃষ্টে অনেকেই তৎপশ্চাদ্গামী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি তাঁহারা বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্ম্ম করে না। উত্তর তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পূজা করা গর্হিত কর্ম্ম কিন্তু আপন বাটীতে প্রতিমা পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি না পড়েন তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা সাহসী হইয়া এই অসম-সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সদুপায় সত্বেও সমাচার পত্রে লিখিয়া রাজা প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক কি।...চন্দ্রিকা।

১৮৫৯ সনের ১৮ই মে (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' চড়ক পর্ব্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"আমারদের দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম উপলক্ষে যে২ আমোদ জনক পর্ব্ব প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চড়ক পর্ব্বাহে অতি জঘন্য ব্যাপার হইয়া থাকে, শাস্ত্রে বিধি আছে উপবাস ও সংযম করিয়া শারীরিক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক